



উমরা নিয়ে যা না জানলেই নয়

মুফতি হুমায়ুন আইয়ুব

উমরা আরবি শব্দ। অর্থ হলো ভ্রমণ করা, আবাদ করা ও ইচ্ছা করা। ইসলামি পরিভাষায় উমরা বলা হয়—‘নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে আল্লাহর ঘর (কাবা শরিফ) সাতবার তাওয়াফ (চারপাশে চক্কর দেওয়া) করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার সাঈ করা এবং মাথা মুগুনো কিংবা চুল ছোট করা।’ (আল-বাহরুল আমিক, ৪/২০০৯)

ফজিলত

উমরা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। আল্লাহতায়াল পবিত্র কোরআনে মানুষকে উমরা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন, ‘তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পালন করো।’ (সুরা বাকারা, ১৯৬) হাদিসে উমরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। তার কয়েকটি হলো—

✓ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা একাধারে হজ ও উমরা করতে থাকো। কারণ, হজ-উমরা ঠিক সেভাবে দারিত্র্য বিমোচন ও গুনাহ দূর করে দেয়; যেভাবে হাঁপরের আগুন লোহা, স্বর্ণ ও রূপা থেকে ময়লা দূর করে দেয়।’ (তিরমিজি, ৮১০)

✓ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উমরার সওয়াব লেখা হবে।’

(তারগিব, ১১১৪)

✓ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘উমরা করার দ্বারা এক উমরা থেকে পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ (সগিরা) মাফ হয়ে যায়।’ (বুখারি, ১৮৬৩, ১৭৭৩)

নিয়ত শুদ্ধকরণ, তওফিক লাভ এবং সফর সহজ ও কবুল হওয়ার দোয়া করা

উমরা সফরের শুরুতে নিয়ত বিশুদ্ধকরণ, তওফিক লাভ করা এবং সফর সহজ ও কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করা সহ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক কথাগুলো তুলে ধরা হলো—

নিয়ত: ইসলামের দৃষ্টিতে সব আমল ও আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’ (বুখারি, ১)

তওফিক লাভের দোয়া: আল্লাহর কাছে উমরা পালনের তওফিক লাভের দোয়া করতে হবে। কারণ আল্লাহর ডাক না পেলে, তিনি তওফিক না দিলে—কারও পক্ষে উমরা পালন করা সম্ভব নয়। (সুরা মুমিন, ৬০)

সফর সহজ ও কবুল হওয়ার দোয়া: উমরার সফর সহজ ও কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) উমরার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে এ আমলের সহজতা ও কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

মানসিক প্রস্তুতি: পবিত্র এ সফর শুরু করার আগে কিছু মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ জরুরি। যেমন—ঋণ থাকলে পরিশোধ করা, কারও কোনো হক বুলন্ত থাকলে তা সমাধান করা,

গুনাহ থেকে তওবা করা, পরিবারের খরচ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ রেখে যাওয়া। অনেক আলেম বলেছেন, সফরে যাওয়ার সময় সম্ভব হলে অসিয়তনামা লিখে যাওয়া উচিত।

উত্তম সময় কোনটি?

৯ জিলহজ থেকে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত সময় ছাড়া বছরের যেকোনো সময় উমরা পালন করা যায়। হজের ৫ দিন উমরা করা মাকরুহ। (আল-বাহরুল আমিক, ৪/২০২১) রমজান মাস উমরা পালনের সেরা সময়। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তুলনামূলক বেশিসংখ্যক মানুষ উমরা পালনে গিয়ে থাকেন। কারণ ডিসেম্বর মাসে অনেক ছুটিছাটা থাকে এবং অনেকের সন্তান-সন্ততির বিদ্যালয় ছুটি থাকে। রমজান মাস হলো উমরার হ্যাভি পিক সিজন। ডিসেম্বর-জানুয়ারি হলো পিক সিজন আর বাকি সময়টা অফ পিক সিজন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উমরা

রাসুলুল্লাহ (সা.) গোটা জীবদ্দশায় চারবার উমরা করেছেন। প্রথমটি জিলকদ মাসে। এটি হৃদয়বিয়ার উমরা নামে পরিচিত, যা ষষ্ঠ হিজরিতে সম্পন্ন হয়েছে। কাফেরদের প্রতিরোধের কারণে বায়তুল্লাহ শরিফে সে বছর যাওয়া হয়নি। হৃদয়বিয়াতেই ইহরাম ত্যাগ করেছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। দ্বিতীয় উমরা পালন করেছেন পরবর্তী বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরিতে। এটি কাজা উমরা নামে পরিচিত। তৃতীয়টি উমরাতুল জিরানা নামে পরিচিত। হনাইন থেকে ফেরার পথে জিরানা

রমজানে উমরা ও ইতিকাহ

রমজানে উমরা পালন করলে হজের সমতুল্য সওয়াব পাওয়া যায়। এজন্য যাদের সুযোগ ও সামর্থ্য রয়েছে, সম্ভব হলে রমজানে উমরা করুন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘রমজান মাসে উমরা করা আমার সঙ্গে হজ আদায় করার সমতুল্য।’ (বুখারি, ১৮৬৩) এ ছাড়া রমজানে উমরা পালনের সুবাদে তারাবির নামাজ আদায়সহ শেষ দশকে মক্কা-মদিনায় ইতিকাহ করার সুযোগ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলেছেন। ইতিকাহের মাধ্যমে লাইলাতুল কদরের কল্যাণ ও বরকত সহজে লাভ হয়। বর্তমানে রমজানে ইতিকাহকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিষয়টিকে নিয়ম কানুনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ইতিকাহের নিয়তের আগে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে পরামর্শ করুন, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করুন এবং ইতিকাহের জরুরি মাসালা জেনে নিন।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববিত্তে নিয়মানুযায়ী বর্তমানে ইতিকাহের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। রেজিস্ট্রেশনের কোটা সীমিত থাকায় অনেকের পক্ষেই রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রেজিস্ট্রার্ড হলে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। তবে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াও ইতিকাহ করা যায়। কিছু অ্যাপসের মাধ্যমে ইতিকাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো ‘ইতারানা’ ও ‘তাওয়াক্কালনা’ অ্যাপ। এ ছাড়া বর্তমানে উল্লেখন হওয়া নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে রমজানে ইতিকাহ পালনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হবে।



থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। চতুর্থটি আদায় করেছেন বিদায় হজের সঙ্গে। রাসুলুল্লাহ (সা.) উমরার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন

বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। (জাদুল মায়াদ, ২/৯২-৯৫)

খরচ কেমন লাগে?

উমরা পালনের সময় ও সার্ভিসের ওপর নির্ভর করে খরচ কম-বেশি হতে পারে। বর্তমানে আনুমানিক ১ লাখ ২০ হাজার থেকে শুরু করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে উমরার সফর (ভিসা, যাওয়া-আসার বিমান টিকিট, হোটেলে থাকা-খাওয়া এবং মক্কা-মদিনায় জিয়ারত) সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

হুকুমআহকাম

প্রাপ্তবয়স্ক ও সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর জীবনে একবার উমরা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদ। (আল-বাহরুল আমিক, ৪/২০১৫)

শর্ত হলো ইহরাম বাঁধা আর রোকন হলো তাওয়াফ করা। তাওয়াফের চার চক্কর দেওয়া ফরজ, বাকি তিন চক্কর দেওয়া ওয়াজিব। অনেক ফকিহ সাফা-মারওয়া সাঈ করাকেও রোকন বলেছেন। অনেকে বলেছেন, এটা ওয়াজিব। মূল কথা হলো, উমরার মূল কাজ চারটি—১. ইহরাম বাঁধা (ফরজ)।

২. তাওয়াফ করা (ফরজ)। ৩. সাফা-মারওয়া সাঈ করা (ওয়াজিব)। ৪. হলক বা কসর করা (ওয়াজিব)। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৬)

ওয়াজিব কাজ আটটি—১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ২. প্রথম চার চক্করের পর বাকি তিন চক্কর দিয়ে তাওয়াফ শেষ করা।

৩. অজুসহ তাওয়াফ করা। ৪. কোনো সমস্যা না থাকলে হেঁটে তাওয়াফ করা। ৫. তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা। ৬. সাফা-মারওয়া সাঈ করা। ৭. কোনো সমস্যা না থাকলে হেঁটে সাঈ করা। ৮. মাথা মুগুনো বা চুল ছোট করা। (কিবাতুল মাসায়েল, ৩/৪৫৩)

সুন্নাত কাজগুলো হলো—১. ইহরাম বাঁধার আগে অজু ও গোসল করা। ২. তালবিয়া পাঠ করা। পুরুষের জন্য উচ্চৈশ্বরে আর নারীদের জন্য নিম্নশ্বরে। ৩. তাওয়াফের সময় শরীর ও কাপড় পবিত্র থাকা। ৪. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। ৫. তাওয়াফ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা। অনেকে তাওয়াফের সময়ও তালবিয়া পাঠ করেন, এটা সুন্নাত পরিপন্থি আমল। ৬. সাফা-মারওয়া সাঈ করার সময় সবুজ বাতির নিচে পুরুষের দৌড়ানো। নারীরা স্বাভাবিকভাবে চলবেন। (বাদায়েউস সানায়ে, ২/৪৮০)

লেখক: সম্পাদক, আওয়ারইসলাম২৪.কম

গ্রহণযোগ্য এজেন্সি

নির্বাচন করুন

মুফতি জুনাইদ গুলজার

স্বাক্ষরকারী, জাবাল-ই-নূর ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরস



উমরার নিয়তের পর প্রথমত কাজ হলো গ্রহণযোগ্য এজেন্সি নির্বাচন করা। ভালো এজেন্সি নির্বাচন

করতে না পারলে প্রতারণার শিকার হতে হয়। দ্বিতীয়ত, উমরায় যাওয়ার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। এটি বইয়ের মাধ্যমে কিংবা যারা হজ-উমরায় অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে হতে পারে।

তৃতীয়ত, মানুষ উমরা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে যায়, এটা মোটেও ঠিক নয়। উমরা-হজ যেহেতু আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দিকেই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো সফরে যাওয়ার আগে এজেন্সির বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ

○ নিরাপদ ভ্রমণের অঙ্গিকার

“সম্মানিত হাজ্জী সাহেবানদের খেদমতই আমাদের লক্ষ্য”

○ সফলতা ও গৌরবের ২৭ বছর

পবিত্র রমজান মাস সহ প্রতি মাসে ২টি রেগুলার ওমরাহ প্যাকেজ

হারমাইন শরীফাইন এর সন্নিহিত উন্নতমানের হোটেলে থাকা খাওয়া চিকিৎসা সহপবিত্র দর্শনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন এবং অভিজ্ঞ গাইড ও মোয়াল্লেমের মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন মাত্র

৩০,৭৫২/- টাকায়



এয়ার চ্যানেল

ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল



আল-নুসুক

ওমরাহ ও হজ্জ কাফেলা

IATA ও সরকার অনুমোদিত টাভেল ও হজ্জ এজেন্ট লাইসেন্স নং- ১৬৪
মোজাহের ভবন (৪র্থ তলা), ঢাকা ব্যাংক সংলগ্ন, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১১-৮৫৬০২৫, ০১৬১১-৮৫৬০২৫, ০১৯৭৭-৮৫৬০২৫, ই-মেইল : airchaneltravels@gmail.com
ঢাকা অফিস : বায়তুল খায়ের (৬ষ্ঠ তলা), সজীব প্রোডাক্টস এর উপরে ৩৮/এবি পুরানা পল্টন, ঢাকা।

নারীর উমরার বিধান

তানজিল আমির

মাহরাম ছাড়া নারীদের যেকোনো সফরের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (বুখারি, ৩০০৬, ৫২৩৩) অধিকাংশ ফকিহদের মতে, মাহরাম ছাড়া নারীর জন্য উমরা করা জায়েজ নয়। (সুনানে দারাকুতনি, ২/১৯৯) কোনো নারী যদি মাহরাম ছাড়া উমরা পালন করেন, মাকরুহে তাহরিমির সঙ্গে তা বিস্তৃত হবে। (দুররে মুখতার, ৩/৪৬৫) এ ছাড়া কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা থাকলে কারও সঙ্গে উমরার সফরে যাওয়া বেধ হবে না। (ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, ৩/৪৭৫) কোনো নারীর ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর নির্ভরযোগ্য মাহরাম না পাওয়া পর্যন্ত হজ পালন আবশ্যিক নয়। মাহরামের জন্য অপেক্ষায় থাকা। এ বিলম্বের কারণে তার গুনাহ হবে না। (ইমদাদুল ফতোয়া,



২/১৫৬) অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন, উমরার ক্ষেত্রেও একই বিধান।
✓ওযুধ খেয়ে নারীর মাসিকে পরিবর্তন ঘটানো উচিত নয়। তবে ওযুধ খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখারও অবকাশ রয়েছে। (কিতাবুল মাসায়েল, ৩/৪৩৮)
✓অনেকে বলেন, উমরার সফরে কোনো পর্দা নেই—এটা ভুল কথা। তাওয়াফকালীন মুখ খোলা রাখা ছাড়া সব সময় পর্দার প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। (ফতোয়ায়ে শামি, ৩/৪৪৮)
✓হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, মূলতাজামে দাড়িয়ে দোয়া করা কিংবা মাকামে ইবরাহিমের কাছে দাড়িয়ে নামাজ পড়ার জন্য অনেক নারী পাগলামি করেন, নির্দিষ্ট পুরুষদের ভিড়ের ভেতর ঢুকে যান। চার দিক থেকে পুরুষের ধাক্কা খাওয়ার পরও এসব করেন। নারীদের জন্য পরপুরুষের মধ্যে এভাবে ঢোকা

হারাম। এসব কাজ করতে গিয়ে কোনো ধরনের গুনাহে জড়ানো উচিত নয়। (কিতাবুল মাসায়েল, ৩/৪৪০)
✓মসজিদে হারামে এবং মসজিদে নববিত্তে নারীদের নামাজের আলাদা জায়গা রয়েছে। নারীরা নির্ধারিত স্থানে নামাজে দাঁড়াবেন। কোনোভাবেই পুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে নামাজে দাঁড়াবেন না। এ ছাড়া মসজিদে নববিত্তে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা জিয়ারতে ও রিয়াজুল জমাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মসজিদ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যিক।
✓মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববিত্তে নারীরা জানাজায় শরিক হতে পারবেন। (ফতোয়ায়ে শামি, ৩/৪৮)
✓নারী উমরাযাত্রীদের পোশাক নিয়ে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সৌদি আরবের হজ ও উমরাবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সুতরাং এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে উমরার জন্য নারীদের পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

লেখক: আলেম ও সাংবাদিক

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ রাখা জরুরি

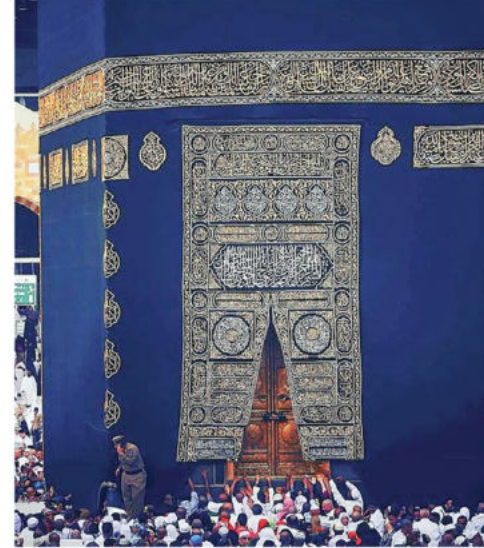
মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সাঈদে রাহমানী
স্বত্বাধিকারী, জুয়েল এভিশন সার্ভিসেস



বাংলাদেশ থেকে যেসব উমরাযাত্রী উমরা করতে যান, এদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষেরই বিদেশ ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে বা আগে উমরা পালনের অভিজ্ঞতা থাকে। অধিকাংশ মানুষেরই

পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। উমরার মাসালা-মাসায়েল সম্পর্কেও তেমন জানাশোনা থাকে না। সুতরাং বিমানযাত্রা, সৌদি আরবে গমন, পরবর্তী কার্যক্রম এবং সঠিক বিধিবিধান মেনে উমরা পালনে এদের কম বোঝা এবং ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য অনেকের প্রচুর পরিমাণে ভুলও হয়। অনেকে আবার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য এজেন্সি নির্বাচন করতে না পারার দরুন প্রতারণিতও হন। উমরার কাজেও ব্যত্যয় ঘটে। আমার দীর্ঘ ২২ বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, তিনটি বিষয় প্রত্যেক উমরাযাত্রীর লক্ষ করা উচিত। এ তিনটি বিষয় মেনে চললে, উমরার সফর সুন্দর হবে এবং মূল চার কাজ করতে সুবিধা হবে। প্রথমত, মধ্যস্থত্যাভোগী শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সরাসরি কোনো না কোনো নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ এজেন্সি মালিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উমরা পালনে যাওয়া উচিত। দালালদের সঙ্গে গেলে টাকা বেশি লাগে এবং ভালো সেবাও পাওয়া যায় না। ফলে উমরাযাত্রীদের বঞ্চনার শিকার হতে হয় এবং অনেক কষ্টও পোহাতে হয়।

লেখক: আলেম ও মাদরাসা শিক্ষক



উমরার পরিভাষা

ফরহাদ বিন মোস্তফা

উমরা সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষা রয়েছে। পরিভাষাগুলো জেনে নিলে উমরা পালন সহজ হয়। প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

ইহরাম: কিছু কিছু ফকিহ বলেছেন, হজ বা উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়াকে ইহরাম বলা হয়। কাপড় পরা মূলত ইহরামের প্রস্তুতি গ্রহণ। আবার অনেকে বলেছেন, সেলাইবিহীন দুই টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে নিয়ত করাকে ইহরাম বলা হয়।

তালবিয়া: হজ ও উমরা পালনার্থীরা ইহরাম গ্রহণের পর থেকে 'লাকাইক আল্লাহুমা লাকাইক...' বলে যে পবিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করেন, তাকে তালবিয়া বলা হয়।

মিকাত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বায়তুল্লাহর চারদিকে কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে এসব স্থান থেকে অথবা এসব স্থানের আগে থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। মূলত ইহরাম বাঁধার জন্য নির্ধারিত স্থানগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় মিকাত বলা হয়। হজ-উমরা আদায়কারীর জন্য ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করা জায়েজ নয়। বাংলাদেশ থেকে বিমানের যাত্রীদের জন্য মিকাত হলো 'কারনুল মানাজিল' ও 'জাতু ইক' এর মধ্যবর্তী স্থান। বর্তমানে বিমান জেদ্দা এয়ারপোর্টে

অবতরণের প্রায় আধঘণ্টা আগে মিকাতের এ স্থানটি অতিক্রম করে থাকে।

তাওয়াফ: কাবাঘরের সাথে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে শুরু করে পুরো কাবাঘরকে বিশেষ নিয়মে সাতবার চক্রর দেওয়াকে তাওয়াফ বলে।

ইজতিবা: পুরুষের জন্য তাওয়াফের শুরুতে ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখাকে ইজতিবা বলে।

ইসতিলাম: সরাসরি হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু দেওয়া কিংবা দূর থেকে হাত দিয়ে ইশারায় চুমু খাওয়াকে ইসতিলাম বলা হয়। অনেক ফকিহ, রুকনে ইয়ামানি হাত দিয়ে স্পর্শ করাকেও ইসতিলাম বলেছেন।

রমল: যে তাওয়াফের পর সাঈদ করতে হয়; সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্র কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পায়ে একটু দ্রুত হাট্টাকে রমল বলা হয়। এ বিধান শুধু পুরুষের জন্য।

সাঈ: তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতবার চক্রর দেওয়াকে সাঈ বলা হয়।

হলক: তাওয়াফ শেষে পুরুষের জন্য চুল মুগুনো বা ছোট করা এবং নারীদের চুলের অংশ কাটাকে হলক বলা হয়।

দম: উমরা ও হজের আমলে বিশেষ কোনো শরয়ি ত্রুটি হলে কিংবা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে

ফেললে; হেরেম এলাকায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি ছাগল-দুগ্ধ বা উট-গরুর সাত ভাগের এক ভাগ জবাই করাকে দম বলা হয়।

বাদানা: উমরা বা হজের আমলে কোনো ভুলের কারণে পুরো একটি গরু বা উট জবাই করার বিধানকে ইসলামি পরিভাষায় বাদানা বলে।

হজ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

২০২৪-২৫ এর জন্য হজ নিবন্ধন চলছে

প্রাক নিবন্ধন ফি ৩০,৭৫২/-

ওমরা প্যাকেজ
ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও রমজানের জন্য
বুকিং চলছে...

প্রম. সোভারা M.SETARA
Trade International

স্বত্বাধিকারী
মাওলানা মেলিম হোসাইন আজাদী

হেড অফিস
কে আর প্লাজা (১২ তলা) ৩৯ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
+88 01975778238, 01718778238, 01970778238

LATIF TRAVELS | QATAR

কম খরচে উমরাহ

তারিখ
১৭ ডিসেম্বর

প্যাকেজ মূল্য
মাত্র ১,২২,০০০ টাকা

ঢাকা - দোহা - দোহা - জেদ্দা
মদিনা - দোহা - দোহা - ঢাকা

* ২ ঘণ্টা ট্রানজিট

• রোজভিউ, উপশহর, সিলেট • 01705444120-01705444117

সফল উমরার জন্য চাই সঠিক প্রস্তুতি

রায়হান রাশেদ

পাসপোর্ট আছে তো?

উমরায় যাওয়ার জন্য মেয়াদযুক্ত পাসপোর্ট দরকার। পাসপোর্ট থাকলে দেখে নিন— পর্যাপ্ত মেয়াদ আছে কিনা। মেয়াদ থাকলে কোনো সমস্যা নেই। মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ ঠিক করে নিন। আর যদি পাসপোর্ট-ই না থাকে, তাহলে দ্রুত পাসপোর্ট করুন।

ই-পাসপোর্ট

বিশ্বের ১১৯তম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এখন ঘরে বসে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যায়। www.epassport.gov.bd ঠিকানা ভিজিট করে অনলাইনে আবেদন করুন। তবে খুব সতর্কভাবে এ আবেদন করতে হয়। কোনো ভুল হলে, তা সংশোধন করা অনেক ভোগান্তির ব্যাপার। আর একটি ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে একবারই আবেদন করা যায়। সুতরাং সতর্কভাবে অভিজ্ঞ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন।

এজেন্সির সঙ্গে যাবেন নাকি একা?

বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ মানুষ এজেন্সির মাধ্যমে উমরায় যান। ভিসা, টিকিট, হোটেল বুকিং ও খাবারসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য যাচাই করে বুঝে শুনে নির্ভরযোগ্য ও সেবাদানকারী মানসিকতাসম্পন্ন এজেন্সি নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন মুয়াল্লিম ও পূর্বে উমরা পালনকারী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন। এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি হলে তারা ই উমরা সফরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা (ভিসা, বিমান টিকিট, হোটেল বুকিং ও খাবার) করে দেবেন।

এজেন্সি ছাড়া একা গেলে সমূহ বিভ্রম্নায় পড়তে হয়। যাদের আগে কোনো দেশে ভ্রমণ কিংবা উমরার অভিজ্ঞতা নেই, তাদের জন্য একাকী সফর কষ্টসাধ্য। আর বিধিবিধান জানা না থাকলে উমরার কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে সমস্যা হয়। তাই এজেন্সির মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে অভিজ্ঞ আলেম বা মুয়াল্লিমের সঙ্গে উমরায় যাওয়া উত্তম। এক্ষেত্রে খরচও কম হয় এবং বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়।

ভিসা, টিকিট, হোটেল ও খাবার কনফার্ম

বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন করে এজেন্সির কাছে পাসপোর্ট জমা দিন এবং ভিসা ও বিমানের টিকিট কনফার্ম করুন। উমরায় যাওয়ার তারিখ, ফিরে আসার তারিখ কনফার্ম করাসহ কোন বিমানে যাচ্ছেন, ফ্লাইট কি সরাসরি নাকি ট্রানজিট, মক্কা-মদিনায় কোন হোটেলে থাকবেন, হোটেল কতটুকু দূরে অবস্থিত, কীভাবে থাকবেন, প্রতি রুমে কতজন থাকবেন, কত বেলা খাবার পরিবেশন করা হবে, কোন বেলায় কি খাবার দেওয়া হবে, মক্কা-মদিনার জিয়ারতে কোন কোন স্থান দেখানো হবে—সবকিছু ভালোভাবে জেনে নিন। পাশাপাশি এজেন্সিকে দেওয়া টাকার বা লেনদেনের মানি রসিদ গ্রহণ করুন।

যোগ্য মুয়াল্লিম ও উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন

উমরা সফরে যোগ্য আলেম বা মুয়াল্লিম নির্বাচন করা জরুরি। একাধিকবার উমরার সফরকারী অভিজ্ঞ, ভালো ও আমলি, পরহেজগার আলেম হলে সবচেয়ে উত্তম। এ ছাড়া ভালো সফরসঙ্গী নির্বাচনও জরুরি। সফরসঙ্গী একাধিক হলে নিজেদের মধ্যে উপযুক্ত একজনকে অনুসরণ করার মানসিকতা নিয়ে আমির (জিম্মাদার) নির্বাচন করুন। রাসুলুল্লাহ (স.া.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি যখন কোথাও সফর করবে, তারা যেন নিজেদের মধ্যে একজনকে আমির নিযুক্ত করে নেয়।' (আবু দাউদ, ২৬০৯)

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন

উমরার বিধিবিধান ও নিয়মকানুন শুধু বই পড়ে বা শুনে আত্মস্থ হয় না। এজন্য সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। সফর শুরু করার

মাওলানা রোকন রাইয়ান

উমরার ভিসার জন্য Saudi Visa Bio অ্যাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন (পাসপোর্ট, মুখমণ্ডলের ছবি ও আঙুলের ছাপ) করতে হয়। এ রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এখন আর উমরার ভিসা দেওয়া হয় না। সুতরাং বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করুন।

তিন ধাপে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

পাসপোর্টের জন্য যেভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মুখমণ্ডল, চোখ ও আঙুলের ছাপ দিতে হয়; সেভাবে পাসপোর্ট, মুখমণ্ডল ও আঙুলের ছাপ দিয়ে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করাকে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন বলা হয়।
ধাপ—১. গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর থেকে Saudi Visa Bio নামের অ্যাপটি ডাউনলোড করুন। অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড ফোন হতে হবে, ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে এবং জিমেইল লগইন করা থাকতে হবে। কারণ বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের যাবতীয় তথ্য, ভেরিফিকেশন লিঙ্ক ও কনফার্মেশন ই-মেইলেই পাঠানো হয়।

ধাপ—২. অ্যাপটি ডাউনলোড করে ওপেন করুন। ইংরেজি, আরবিবিশ বিভিন্ন ভাষায় অ্যাপটি ব্যবহার করা সম্ভব। বাংলা ভাষাও রয়েছে। মেনু বার থেকে ভাষা নির্বাচন করুন। এরপর প্রথমেই 'স্টার্ট সেলফ অ্যানারোমেন্ট' নামের অপশনে ক্লিক করে ভেতরে প্রবেশ করুন। এরপর 'বিফোর ইউ স্টার্ট' নামে একটি অপশন আসবে, সেটা দেখে পড়ে নিন এবং 'কন্টিনিউ' অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর 'ইউর ডাটা অ্যান্ড সিকিউরিটি' নামের অপশনের নিচে একটি টিকমার্কের স্থান রয়েছে, সেখানে টিকমার্ক দিয়ে 'স্টার্ট সেলফ অ্যানারোমেন্ট' অপশনে ক্লিক করুন।



এরপর

আপনার

মোবাইলে

ওপেন থাকা ই-

ঠিকানাটি লিখুন এবং 'সেন্ট ই-মেইল'

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

মেইল

অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আসা 'গো টু জিমেইল' অপশনে

ক্লিক করে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ

করুন এবং দেখুন Mofabioapp থেকে

একটি ই-মেইল এসেছে। সেই ই-মেইলে

প্রবেশ করে দেখুন 'ক্লিক শেয়ার টু

ভেরিফাই' নামে একটি অপশন এসেছে,

সেখানে ক্লিক করলে ভেরিফাই করে

বায়োমেট্রিক নিবন্ধন পদ্ধতি

আবার অ্যাপে ফেরত নিয়ে আসা হবে।

অ্যাপে নিয়ে আসার পর আবার

'কন্টিনিউ' অপশনে ক্লিক করুন।

এরপর আপনি কোন দেশের কোন শহর

থেকে রেজিস্ট্রেশন করছেন সে তথ্য

দিন। সঙ্গে জানতে চাওয়া হবে, আপনি

এর আগে উমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব

গিয়েছেন কিনা—No অপশন সিলেক্ট

করুন।

ধাপ—৩. 'স্ক্যান পাসপোর্ট' অপশনে

ক্লিক করুন এবং আপনার পাসপোর্টের

ফ্রন্ট পেজের ছবি তুলুন। লাইটের আলো

এড়িয়ে স্পষ্টভাবে পাসপোর্টের ছবি

তুলুন। লাইটের আলোতে যেন কোনো

রিফলেকশন না হয়।

পাসপোর্ট স্ক্যানের পরের ধাপে

মুখমণ্ডলের ছবি তুলতে হবে।

আপনার মোবাইলের জিমেইলে

Mofabioapp অ্যাপ থেকে একটি

কনফার্মেশন মেসেজ পাঠানো হবে

এবং সেখানে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর

প্রদান করা হবে। ওই নম্বরসহ ই-

মেইলটি সফলিষ্ট এজেন্সিকে প্রদান করুন

এবং ভিসা করতে দিন।

বিশেষ সতর্কতা—এ ক্ষেত্রে সময়

লাগতে পারে। ধৈর্যসহকারে ধাপগুলো

সম্পন্ন করুন। কারণ অ্যাপটি আপনার

ছবি ও আঙুলের ছাপকে পাসপোর্টের

সঙ্গে মিলিয়ে কনফার্ম করবে। অভিজ্ঞ

মানুষের সহযোগিতা নিন। ১০ মিনিটে

নিবন্ধনের সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান

সহযাত্রী ট্রার অ্যান্ড ট্রাভেলস

হালাল উপার্জন থেকে উমরা করুন

মুফতি ড. ওয়ালীমুর রহমান খান

মুহাম্মাদি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন



প্রত্যেক
প্রাপ্তবয়স্ক ও
আর্থিকভাবে
সামর্থ্যবান
মুসলিম নারী-
পুরুষের জন্য
জীবনে
একবার উমরা
করা সুন্নতে
মুয়াক্কাদ।

সকল ইবাদতের মতো উমরাও হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। লোক দেখানো, বিদেশ ভ্রমণের নিয়ত থাকলে উমরার সুওয়াব পাওয়া যাবে না।

হালাল উপার্জন থেকে উমরা করতে হবে। অবৈধ ইনকাম দ্বারা বা পরের হক নষ্ট করে কোনো ইবাদতই কবুল হয় না। আল্লাহর হকের সঙ্গে বান্দার হক আদায় করে এই মহান কাজে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

উমরার মূল কাজ চারটি—দুটি ফরজ, ইহরাম ও কাবাগৃহ তাওয়াফ। ওয়াজিব দুটি সাফা-মারওয়া সাঈ করা ও পুরুষের মাথা মুগুনো এবং নারীর চুলের কিছু অংশ কেটে ফেলা। এই চারটি ইবাদত সম্পন্ন করলে উমরা হয়ে যাবে। এরপর মক্কায় থাকলে হারামে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করা। যত বেশি সম্ভব কাবা চত্বরে গিয়ে নফল তাওয়াফ করা। ফরজ নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা। অতীতের কাজা নামাজ থাকলে অল্প অল্প করে আদায় করা।

কোরআন তেলাওয়াত ও তাওবা ইস্তিফহার করা। মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা, ধৈর্যশীল হওয়া এবং পরোপকারী হয়ে চলা। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে একাধিক উমরা করা যেতে পারে। নফল উমরা করে জীবিত বা মৃত আত্মীয়স্বজনের জন্য দোয়া করা। সমাজ ও দেশের জন্য দোয়া কর্তব্য।

লেখক: চেয়ারম্যান
সহযাত্রী ট্রার অ্যান্ড ট্রাভেলস

প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ও রিয়াল সংগ্রহ



স্বাভাবিক অবস্থায় পরার জন্য ভালো জুতা নিন। মসজিদে হারামে ও মসজিদে নববিত্তে জুতা/স্যান্ডেল বহনের জন্য হালকা জুতার ব্যাগ নিন।

✓ভিসা, টিকিট, পাসপোর্ট সঙ্গে বহনের জন্য ছোট ব্যাগ, কোমরে বাধার বিশেষ বেগ্ট নিন। এই বেগ্ট দিয়ে ইহরামের কাপড়ের নিচের অংশটি সহজে পরা যায় এবং এতে

মোবাইল ফোন, পাসপোর্ট, ভিসার কপি ও প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা রাখা যায়। এ সফরে থাকাকালীন পাসপোর্ট ও ভিসার ফটোকপি সব সময় সঙ্গে রাখা উচিত।

✓মালপত্র বহনের জন্য যে ব্যাগ অথবা স্যুটকেস নিয়েছেন তাতে বড় অক্ষরে নিজের নাম, ফোন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর লিখে নিন। ✓সম্ভব হলে সঙ্গে তায়াম্মুমের মাটি নিন। কারণ বিমানে যাত্রীদের অজুর পানির অপ্রতুলতা থাকে। তাই নামাজের সময় অজুর স্থলে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায়ে ইসলামি শরিয়তে ছাড় রয়েছে।

সতর্কতা

জিনিসপত্র যথাসম্ভব হালকা রাখুন। বিমানের নিয়ম অনুযায়ী যত কেজি মালপত্র বহন করতে পারবেন, ততটুকু নিন। একেক বিমানের বহনযোগ্য মালপত্রের পরিমাণের নিয়ম একেক রকম। সুতরাং অভিজ্ঞ মুয়াল্লিমের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সফর শুরুর দুই বা তিন দিন আগেই মালপত্র সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।



লেখক: চেয়ারম্যান
ইসলামিক সলিউশন বিডি

আগে নির্ভরযোগ্য আলেম বা মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

প্রয়োজনীয় পড়াশোনা

উমরার গুরুত্ব ও বিধি-নিষেধ এবং পালনের নিয়মকানুনসহ গোটা উমরা সফরটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে হবে। তাই এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পড়ুন এবং জানুন। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজেকে ঠিকমতো প্রস্তুত করে নিন। নামাজের বিধান জানার পাশাপাশি কিছু ছোট সূরা শুদ্ধভাবে মুখস্থ করুন। দৈনন্দিন ফরজ ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানুন। আরও জানুন বিমানবন্দর ও বিমান ও হোটেলের নিয়মকানুন।

স্বাস্থ্য পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রসঙ্গ

উমরায় যাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিন। সৌদি আরবে নিজস্ব ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধ বিক্রি করা হয় না। সুতরাং সফরে যত দিন থাকবেন, তত দিনের চেয়ে অতিরিক্ত ওষুধ দেশ থেকেই নিয়ে নিন।

আগে মক্কা নাকি মদিনা?

ঢাকা থেকে আগে জেদ্দা হয়ে মক্কায় যাবেন নাকি আগে মদিনায় যাবেন—তা জেনে নিন। সফর যদি আগে মদিনায় হয়, তাহলে ঢাকা থেকে স্বাভাবিক পোশাকে সফর করুন। মদিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধুন। আর যদি সরাসরি জেদ্দা হয়ে মক্কা মুকাররমায় সফর হয়, তাহলে বাসা থেকে কিংবা বিমানবন্দরে বা ট্রানজিট দেশে অথবা মিকাতের আগে বিমানে ইহরাম বাঁধুন। তবে বাসা থেকে অথবা বাংলাদেশের বিমানবন্দর থেকে ইহরাম বাঁধা উত্তম। পরবর্তী স্থানগুলোতে এ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। উমরার ক্ষেত্রে আগে জেদ্দা হয়ে মক্কায় যাওয়া উত্তম। কারণ উমরার সব কাজ মক্কাতেই করা যায়। মদিনাতে উমরার বিশেষ কোনো কাজ নেই। সুতরাং আগে জেদ্দা হয়ে মক্কায় যান।

লেখক: আলেম ও সাংবাদিক



মুদারাবা হজ সঞ্চয় স্কিম

সহজ সঞ্চয়ে হজ পালন

পবিত্র হজ পালনে আগ্রহী ব্যক্তি সহজেই হজের প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। এই হিসাবে ১ থেকে ২৫ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে হজের টাকা জমা করা যায়। সহজে কিস্তি জমার জন্য রয়েছে ডিপোজিট কার্ড, আই-ব্যাংকিং বা কর্তন নির্দেশের সুবিধা।



ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি। শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

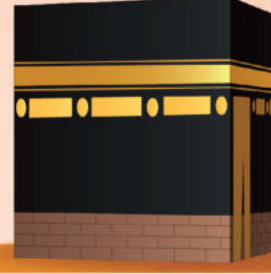
শুদ্ধভাবে তালবিয়ার উচ্চারণ শিখুন এবং মুখস্থ করে নিন

ইহরাম ও নিয়তের পর থেকেই তালবিয়া পাঠ করতে হয়। সুতরাং তালবিয়া মুখস্থ না থাকলে শুদ্ধভাবে মুখস্থ করে নিন। পুরুষরা উচ্চৈশ্বরে এবং নারীরা নিম্নশ্বরে তালবিয়া পাঠ করুন। (দুররুল মুখতার, ৪৮৪) সম্পূর্ণ তালবিয়া পাঠ করতে হবে। কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর তালবিয়া হলো—

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنَّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

বাংলা উচ্চারণ: 'লাকাইক আল্লাহ্মা লাকাইক; লাকাইকা লা শারিকা লাকা লাকাইক; ইমাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক; লা শারিকা লাক।'

বাংলা অর্থ: আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি; আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোনো শরিক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত এবং সাম্রাজ্য আপনারই; আপনার কোনো শরিক নেই।



বাহ্যিক ও অন্তর্গত প্রস্তুতি নিন

মুফতি সাইফুল ইসলাম

খতিব, মসজিদ-উত-তাকওয়া, ধানমন্ডি



উমরাকারীর প্রথম কর্তব্য হলো, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন—তা বোঝা। তিনি যদি না-ই বোঝেন কোথায় যাচ্ছেন,

তাহলে এটা শুধু ভ্রমণ হবে। তিনি এমন জায়গায় যাচ্ছেন, যেখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা। আমরা সফরের জন্য বিভিন্ন বাহ্যিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকি—কয়দিন থাকব, কোথায় খাব, কত রিয়াল নিতে হবে, কাপড় কতগুলো নিতে হবে, রুম কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবি। কিন্তু মূল ভাবার বিষয় হলো—বাহ্যিক প্রস্তুতির চেয়ে অন্তর্গত প্রস্তুতি কতটুকু আছে। অর্থাৎ সেখানে নামাজটা কত সুন্দরভাবে আদায় করতে পারি, তাওয়াফটা কিভাবে সহিহ করতে পারি, আমি কিভাবে হারামে বেশি সময় কাটাতে পারি। বাহ্যিক প্রস্তুতির পাশাপাশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ইবাদতের প্রস্তুতি নেওয়া। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এমন কিছু বিষয় আছে; যা অন্য কোথাও নেই। পৃথিবীর কোথাও কাবাঘর নেই, অন্য কোথাও তাওয়াফ করা যায় না, পৃথিবীর কোথাও দুই রাকাত নামাজ পড়লে দুই লাখ রাকাত নামাজের সওয়াব পাওয়া যায় না। এ ছাড়া হজ-উমরার ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ তিনটি প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। এক. অলীল কাজ, দুই. গুনাহের কাজ ও তিন. বগড়া থেকে বেঁচে থাকা। দেশে থাকতেই এগুলোর চর্চা করতে হবে। সেখানে গিয়ে বাস্তবায়ন করবেন।

হজ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য

মাওলানা উমায়ের আহমাদ

হজ ও উমরার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো হলো—

১. শারীরিকভাবে উপযুক্ত এবং আর্থিকভাবে সক্ষম মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরজ আর উমরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

২. হজ এক নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। আর বছরের যেকোনো সময় উমরা করা যায়।



৩. হজে আরাফায় ও মুজদালিফায় অবস্থান করতে হয়, স্থানভেদে দুই ওয়াক্তের নামাজ একসঙ্গে আদায় করতে হয়, খুতবা শোনা, মিনায় পাথর মারা, তাওয়াফে কুদুম এবং তাওয়াফে বিদা রয়েছে। কিন্তু উমরায় এসব কাজ বা আমল নেই।

৪. উমরায় তাওয়াফ শুরু করার সময় থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ রাখতে হয়। আর হজে জামরাতুল আকাবাতের রামি (কংকর নিক্ষেপ) করার সময় তা বন্ধ করতে হয়।

৫. উমরাতে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করলে (দম হিসেবে) একটা ছাগল বা দুধা কোরবানি করা ওয়াজিব কিন্তু হজের ক্ষেত্রে উট বা গরু কোরবানি করা ওয়াজিব।

৬. উমরা নষ্ট হলে উট বা গরু কোরবানি করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু হজের কিছু কিছু ক্ষেত্রে উট বা গরু কোরবানি করা ওয়াজিব হয়।

৭. মক্কায় অবস্থানকারীদের জন্য উমরার মিকাত হলো হিঞ্জ, হজের মিকাত হলো হরম।

৮. উমরায় কোনো অপরাধ হলে সদাকা করতে হয় না। কিন্তু হজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সদাকা করতে হয়। (মানাসিকে মোল্লা আলি, ৪৬৪; কিতাবুল মাসাইল, ৩/৪৫৪)

লেখক: প্রধান পরিচালক
কুরআন শিক্ষা একাডেমি, চৌধুরীপাড়া

হাফেজ শাহাদাত হসাইন

মক্কার মসজিদুল হারাম

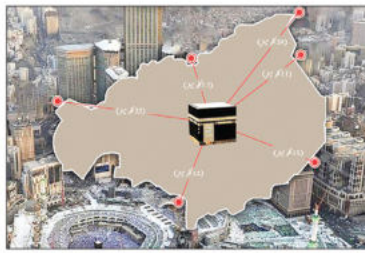
হারামের সীমানা মক্কার চারপাশব্যাপী বিস্তৃত। তবে সব দিকের দূরত্ব এক সমান নয়। বর্তমানে মক্কা প্রবেশের সদর রোডে হারামের সীমারেখার একটি নির্দেশনা লাগানো আছে, যা নিম্নরূপ—

পশ্চিম দিকে জেদ্দার পথে 'আশ-শুমাইসি' নামক স্থান পর্যন্ত। যাকে 'আল হুদায়বিয়া' বলা হয়। এটি মক্কা থেকে ২২ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। দক্ষিণে 'তিহামা' হয়ে ইয়েমেন যাওয়ার পথে 'ইজারাত লিবন' নামক স্থান পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১২ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। পূর্বে 'ওয়াদিয়ে উয়ায়না' নামক স্থানের পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব দিকে 'জি-ইরানা' এর পথে। শারায় মুজাহেদিনের গ্রাম পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৬ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। উত্তরে 'তানয়িম' নামক স্থান পর্যন্ত। এটি মক্কা থেকে ৭ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ আছে, যা মসজিদে আয়েশা নামে বিখ্যাত।

হারামাইন শরিফাইনের সীমানা

মদিনার মসজিদে নববি

মদিনার নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্ত 'হারাম' বা বিশেষ সম্মানিত জায়গা। অনেকে শুধু মসজিদে নববির জায়গাটুকু হারাম মনে করে ভুল করে। মূলত এর বাইরেও বড় একটি



অংশজুড়ে হারাম এলাকার বিস্তৃতি। বর্তমানে সময়ের ব্যবধানে ভূমির প্রসার ও বিস্তৃতির ফলে হারামের অংশ ছড়িয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত গেছে। তবে যে স্থান বর্তমানে হারাম

সীমানার ভেতর আছে সেটিকে 'হারাম' এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হারামের সীমা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আইর ও ছাওর পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান মদিনার হারাম অংশ।' বিশিষ্ট গবেষক ড. সালেহ বিন হামিদ রিফায়ি তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণিত হাদিস দ্বারা মদিনার চার দিক থেকেই হারাম সীমানা স্পষ্ট। দক্ষিণ থেকে এর সূচনা হয়েছে আইর পর্বত থেকে। এই পাহাড়টি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি পূর্ব দিক মসজিদে জুল হলাইফা অর্থাৎ মদিনার মিকাত পর্যন্ত উঁচু। এটির পশ্চিম পার্শ্ব পূর্ব থেকে কুবা এলাকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আর উত্তর দিকে রয়েছে ছাওর পর্বত। এটি উত্তরের একটি ছোট পাহাড়।

লেখক: সাবেক ইমাম
মসজিদ আত-তাওহিদ, মদিনা

উমরা নিয়ে কিছু প্রচলিত ভুল

মুফতি আমিন ইকবাল

উমরা নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ কিছু প্রচলিত ভুলের প্রচলন রয়েছে। যেমন—

✓**উমরা করতে গেলে হজ ফরজ হয়ে যায়:** উমরা করতে গেলে কিংবা কাবাঘর দেখলে হজ ফরজ হয়ে যায়—এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ হজ ফরজ হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত। এর সঙ্গে উমরা করা বা কাবাঘর দেখার সম্পর্ক নেই। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।' (সুরা আল ইমরান, ৯৭)

✓**ইহরাম অবস্থায় মিকাতের সীমানা থেকে বের না হওয়া:** কেউ মনে করেন, ইহরাম বাঁধার পর উমরা সম্পন্ন করার আগে মিকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়—এই ধারণা ভুল। ইহরাম অবস্থায়ও মিকাত থেকে বের হওয়া যায়। এতে ইহরামের ক্ষতি হয় না। যেমন কেউ ইফরাদ বা কিরান হজের ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় গিয়েছেন। তাওয়াফ ইত্যাদি করার পর যেহেতু হজের এখনও দেরি আছে, তাই হজের আগেই মসজিদে নববির জিয়ারত করার ইচ্ছা করলেন, এতে দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে হারামের বাইরে যাওয়া অনুচিত।

✓**হারাম শরিফে একটি গুনাহ এক লাখ গুনাহের সমান:** গুনাহের ক্ষেত্রে নীতি হলো একটি গুনাহ একটিই গণ্য হয়। সুতরাং হারাম শরিফে একটি গুনাহ করা মানে এক লাখ গুনাহ লেখা হবে—এটা ভুল।

✓**উমরা কোনো হজ নয় বা উমরা ছোট হজ নয়:** উমরা পালনের সময় অথবা উমরা থেকে ফিরে এসে অনেকে বলেন, আমি ছোট হজ করে এসেছি—এটা প্রচলিত ভুল। উমরা স্বতন্ত্র ইবাদত। উমরা ছোট হজ নয়।

✓**মসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করা:** অনেকে উমরার সময় মসজিদুল হারামে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে

প্রবেশ করাকে বাধ্যতামূলক ও শরিয়তের বিধান মনে করেন—এটা ভুল। এ সম্পর্কে শায়খ উসাইমিন (রহ.) বলেন, কিছু মানুষ মনে করে হজ ও উমরাকারীর মসজিদুল হারামে নির্দিষ্ট দরজা ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। কিছু মানুষকে দেখা যায়, যারা মনে করে উমরাকারীর 'বাবে উমরা' ছাড়া অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। আবার অন্য আরেক দল আছে যারা মনে করে 'বাবুস সালাম' ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। এটা ছাড়া অন্য কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করা পাপ এবং অপছন্দনীয়। এমন বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ইসলামি শরিয়তে কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এসব প্রচলিত ভুল এড়িয়ে চলুন। (মুহদাসাত, ৩৮৪)

✓**ইহরাম বাঁধার নিয়ম:** অনেকে মনে করেন, ইহরামের কাপড় পরে নামাজ পড়ার পর নিয়ত করলেই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়—এ ধারণা ভুল। এগুলো দ্বারা ইহরাম সম্পন্ন হয় না। নিয়ত আরবিতে করা হোক বা বাংলাতে, সশব্দে করা হোক বা মনে মনে—এর দ্বারা ইহরাম সম্পন্ন হয় না; বরং নিয়তের পর তালবিয়া পড়লে ইহরাম পূর্ণ হয়। (তিরমিজি, ১/১০২)

✓**ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা:** কেউ কেউ মনে করেন, যে কাপড় ইহরাম বাঁধা হয়েছে সে কাপড় হালাল (ইহরাম শেষ) হওয়ার আগ পর্যন্ত বদলানো যাবে না—এটা সঠিক নয়। ওই কাপড় নাপাক না হলেও বদলানো যাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৫০১০)

লেখক: আলেম ও সাংবাদিক



16434
aibl.com.bd

এআইবি পিএলসি হজ ডিপোজিট স্কিম

চলো কা'বার পথে, আল-আরাফাহ্‌র সাথে
পবিত্র স্বপ্নপূরণে হজ ডিপোজিট স্কিম নিয়ে
এআইবি পিএলসি আছে আপনার পাশে।



এআইবি পিএলসি
র্যাপিড
একাউন্ট খুলুন
দিন-রাত ২৪ ঘন্টা
যেকোনো জায়গায়



এআইবি পিএলসি
হোম
ইনভেস্টমেন্ট

আপনার বাড়ি
একমাত্র গড়ি

দ্রুত ইনভেস্টমেন্ট প্রসেসিং ও
সুবিধাজনক রেন্ট অফ রিটার্নে
আজই নিন এআইবি পিএলসি
হোম ইনভেস্টমেন্ট।



এ চালান

এর মাধ্যমে
সরকারি রাজস্ব ও
ফি জমা দিন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি-এর
সকল শাখা ও উপশাখায়

আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.



পরিবর্তিত ও ভালো মানুষ হয়ে
ফিরে আসতে হবে

প্রফেসর মোখতার আহমদ

পরিচালক, ইসলামিক সেন্টার, ডাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি



শরীয়ার মৌলিক জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। দুর্ভাগ্য হলো, বহু ইবাদত সম্পর্কে অনেকের তেমন জ্ঞান নেই। এর ফলে তাদের ইবাদতগুলো কখনো ভুলভাবে করা হয়। উমরার ব্যাপারেও এমনটা ঘটে। আমাদের দেশ থেকে বহু মুসলিম উমরায় যান, কিন্তু

উমরাকেন্দ্রিক স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেকে ভুলভাবে উমরা পালন করেন। অনেকে উমরার সফরে কেনাকাটার লিষ্ট নিয়ে যান। কিন্তু নিজেকে কিভাবে পরিবর্তন করবেন, উমরাপর্বর্তী নিজেই কেমন মানুষ হিসেবে দেখতে চান—এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন না। উমরার সফরেও অনেকে বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যান। গিবত, অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা, খাবারে অপচয়, নানা জায়গায় অহেতুক ঘোরাফেরা, কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আবার মোবাইলে-ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকেন, **বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ**



১০ ধাপে ধারাবাহিক উমরা সফর

মিরাজ রহমান

মোট ১০ ধাপে গোটা উমরা সফর সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ধাপে কিছু করণীয় রয়েছে, রয়েছে কিছু বর্জনীয় ও সতর্কতা। ১০ ধাপে ধারাবাহিক উমরা সফরের করণীয়-বর্জনীয় ও সতর্কতার বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো—

১. বাসা টু বিমানবন্দর

বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ইহরামের প্রস্তুতিমূলক এ কাজগুলো করে নিন। যেমন—

- ✓মোচ, নখ এবং শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে নিন।
- ✓গোসল করুন। ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত।
- ✓গোসলের পর শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নত।
- ✓নারীরা নিজেদের স্বাভাবিক পোশাকের সাথে জুতা ও মোজাও পরতে পারবেন।
- ✓সবাই দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে পারেন।
- ✓শেষ মুহূর্তের চেকলিস্ট বানিয়ে চেক করে নিন
- ✓ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন—

বাংলা উচ্চারণ: ‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আল্লাহ্মাহি, লা হাওয়লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।’

বাংলা অর্থ: আল্লাহর নামে তাঁর ওপর ভরসা করে বের হচ্ছি। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কোনো নেক কাজ হয় না, খাপস কাঁজ থেকেও বাঁচা যায় না। (তিরমিজি, ৩৪২৬)

✓গাড়িতে আরোহণের দোয়া পড়ুন—

বাংলা উচ্চারণ: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সুবহানালাল্লাজি সাখখারালানা হাজা ওয়ামা কুমা লাছ মুকরিনিন, ওয়া ইলা ইলা রাব্বিনা লামুন কালিবুন।’

বাংলা অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও অশেষ করুণাময়। তিনি পুত-পবিত্র সত্তা, যিনি বাহনকে আমার অধীন করে দিয়েছেন। আমাদের কাছে একে আন্তে আনার ক্ষমতা ছিল না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (মুসলিম, ১৩৪২)

২. বিমানবন্দরে

পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় বিমানবন্দরে অনেকে অনেক ভুল করেন। করণীয় কাজগুলো হলো—

- ✓৪/৫ ঘণ্টা আগে বা অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছান।
- ✓ব্যাগ-লাগেজ স্ক্যান করুন এবং নির্ধারিত বিমানের কাউন্টারে জমা দিন।
- ✓বিমানের সিট নম্বরসহ টিকিটের কপি ও মালপত্রের টোকেন গ্রহণ করুন এবং জেনে নিন ব্যাগ কোন বিমানবন্দর থেকে সর্বশেষ গ্রহণ করবেন।
- ✓বোর্ডিং সম্পন্ন করুন।
- ✓বোর্ডিং গেটে ছবি তুলুন ও আঙুলের ছাপ দিন।
- ✓শেষ ‘ওয়েটিং রুম’ কোন গেটে, সেটা জেনে নিন।
- ✓সম্ভব হলে পরিবারের লোকদের বোর্ডিং সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ দিন।
- ✓শেষ চেক পয়েন্টে শরীরের জামা-কাপড় ছাড়া স্ক্যান বেঞ্চে থাকা ছোট বুদ্ধিতে সবকিছু রাখুন। দায়িত্বের কর্মকর্তার নির্দেশমতো নিজেই স্ক্যান করুন। স্ক্যান শেষে বুদ্ধিতে রাখা সব মালামাল বুঝে নিন।
- ✓এরপর বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করুন।

- ✓প্রতিটি কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক আদায় করুন।
- ✓কোনো ধরনের তাড়াহুড়া করবেন না। কাউকে টপকিয়ে সামনে যাওয়ার অপচেষ্টা করবেন না। অপকৌশল অবলম্বন করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ✓সবার সঙ্গে হাসিখুশি থাকুন। উত্তম ব্যবহার করুন।
- ✓বিমানবন্দরে অবস্থানকালীন নামাজের সময় হলে নামাজ আদায় করুন।
- ✓বাসা থেকে যারা ইহরাম বাঁধেননি, বিমানবন্দরে তারা ইহরাম বেঁধে নিতে পারেন।

৩. বিমানে

বিমানে বেশ কিছু নিয়মকানুন ও পদ্ধতি বা আচরণবিধি অনুসরণ করতে হয়। লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো—

- ✓বিমান কর্তৃপক্ষের সার্বিক নিয়মকানুন মেনে চলুন।

উমরা শেষে মক্কায় বাকি দিনগুলো যেভাবে কাটাবেন

কাজী মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

স্বত্বাধিকারী, শফিক হজ গ্রুপ, মক্কা, সৌদি আরব



পুরুষরা পাঁচ ওয়াজ নামাজ মসজিদে হারামে পড়ুন। নারীরা বাসায় পড়ুন। চাইলে মসজিদে হারামের জামাতেও শরিক হতে পারবেন। হারামে জুমার নামাজ আদায় করুন এবং সুযোগ থাকলে জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করুন। বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করুন। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত, জিকির ও দোয়া করুন। রমজানে উমরায় গেলে সম্ভব হলে ইতিকাফে বসুন। বিভিন্ন দোয়া কবুলের স্থানে দোয়া করুন। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখুন।

একাধিক উমরা করতে চাইলে করুন। অনেক আলিমের মতে, নফল উমরার চেয়ে নফল তাওয়াফ অধিক উত্তম। উমরা আদায়কারী আল্লাহর মেহমান। উমরার পুরো সফরে এ অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। কজ-কর্মে, আচরণে, উচ্চারণে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন—এমন কোনো কিছু প্রকাশ করা যাবে না। সর্বোপরি হারাম শরিফের আদব বজায় রাখুন। বর্তমানে দেখছি, অনেক উমরাকারী সাধারণ পোশাকে মিকাত অতিক্রম করে মক্কায় আসেন, অনেকে জেদ্দায় নেমে ইহরাম পরেন; অনেকে আবার হোটেল এ এসে ফ্রেশ হয়ে আয়েশা মসজিদে গিয়ে ইহরাম বেঁধে **বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ**

- ✓নিয়মকানুনের কোনো লিষ্ট দিলে সেটি পড়ুন। সিটবেল বাধাসহ ফ্লাইট সেফটির দিকনির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে দেখুন বা পড়ুন এবং মান্য করুন।
- ✓টয়লেট ব্যবহারে সতর্ক থাকুন।
- ✓খাবার বুঝে-শুনে খান এবং খাবার ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন—টাওয়ালে, কদ্দল, ইয়ারফোন, খাবারের পাত্র, গ্লাস ইত্যাদি সাথে নিয়ে যাবেন না।
- ✓বিমান সম্পূর্ণভাবে না থামলে নামার জন্য তড়িঘড়ি করে সিট ত্যাগ করবেন না। সারিবদ্ধভাবে শান্ত মেজাজে বিমান ত্যাগ করুন। প্রতিযোগিতা না করে নির্ধারিত বাসে চড়ে বিমানবন্দরে গমন করুন।
- ✓প্রয়োজনীয় দোয়া ও নামাজ পড়ুন।

৪. ট্রানজিটের সময়

উমরার ক্ষেত্রে অনেকে ট্রানজিট ফ্লাইটে সফর করেন। এক্ষেত্রে বিমান ও দেশ ভিত্তিতে ট্রানজিটের সময় ২/৩ ঘণ্টা, আবার ৫/৬ ঘণ্টা হতে পারে। ট্রানজিটকালীন কিছু সতর্কতা ও করণীয়-বর্জনীয় রয়েছে—

- ✓যে দেশের বিমানবন্দরে ট্রানজিট হবে; সেখানকার সব নিয়মকানুন মেনে চলুন।
- ✓কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে নির্দিষ্ট পথ ধরে চলুন এবং সঙ্গে থাকা পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট ও বাংলাদেশ বিমানবন্দরের বোর্ডিংয়ের কপি দেখিয়ে নির্ধারিত বিমানের নির্ধারিত গেটে বা স্থানে গিয়ে বসুন।
- ✓যারা বাসা থেকে অথবা বাংলাদেশ বিমানবন্দরে ইহরাম বাঁধেননি, তাদের এখানে ইহরাম বেঁধে নেওয়া উচিত।
- ✓বিমান ছাড়ার সময় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। ইহরাম বাঁধতে ও নামাজ আদায় করতে গিয়ে কোনোভাবেই যেন বিমান মিস না হয়।
- ✓সব কাজ সমাপ্ত করে নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করুন।

৫. জেদ্দা বিমানবন্দরে

- ✓নিয়ম মেনে কোনো প্রকার তাড়াহুড়া না করে ভদ্রভাবে সারিবদ্ধ হয়ে বিমান ত্যাগ করুন।
- ✓কর্তৃপক্ষের পদ্ধতিমতো বাসে বিমানবন্দরে পৌঁছান। তাড়াহুড়া করবেন না। কাউকে কষ্ট দেবেন না। ব্যস্তদের সহযোগিতা করুন। বাসে পর্যাপ্ত সিট না থাকলে বয়স্ক ও নারীদের বসতে দিয়ে সওয়াব অর্জনের নিয়তে সহযোগিতা করুন।
- ✓দলবদ্ধভাবে সারিবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করুন।
- ✓ছবি তোলা হবে, দুই হাতের আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে এবং আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট চেক করা হবে। সুতরাং দায়িত্বের কর্মকর্তার নির্দেশনা মেনে চলুন।
- ✓ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হলে বিমানের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে কোন বেলেট ব্যাগ বা লাগেজ আসবে, তা জেনে নিন এবং বেলেটের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাগ ও লাগেজ গ্রহণ করুন।
- ✓ওয়াক্জিয়া নামাজের সময় হলে সুবিধামতো স্থানে নামাজ আদায় করুন।
- ✓ইমিগ্রেশন শেষ করে ব্যাগ সংগ্রহ করে বের হওয়ার পর বিমানবন্দরে থাকা বিভিন্ন সিম কোম্পানি থেকে সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল সিম ক্রয় করুন।
- ✓সম্ভব হলে পরিবারকে নিরাপদে পৌঁছার সংবাদ দিন।

- ✓যথানিয়ম মেনে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা করুন।
- ✓গাড়ির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে দেখানোর জন্য ভিসার একটি কপি সঙ্গে রাখুন।
- ✓আদব ও সুন্নাত বজায় রাখুন এবং যানবাহনে সফর করার দোয়া পড়ুন।

৬. জেদ্দা টু মক্কার হোটেল

এতদিনের লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আপনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন সম্মানিত ও নিরাপদ শহরে। পূর্ণ ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে দোয়া করুন। মক্কায় পৌঁছে প্রথমে হোটেলের মালপত্র রাখুন। কিছুটা বিশ্রাম ও খাবারের প্রয়োজন সেরে নিন। পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন থাকলে তা সারুন এবং উমরা পালন করুন। মক্কার হোটেলের চেকইন ও চেকআউটের সময় আগে থেকেই জেনে নিন।

৭. মক্কা টু মদিনা

মদিনায় সফরের আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ুন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। বাসে যাত্রা করলে পথে ঠান্ডাময় স্থান থাকায় গরম কাপড় সাথে রাখুন। মক্কা থেকে উচ্চগতিসম্পন্ন হারামাইন ট্রেনে মদিনায় যেতে পারেন। টিকিট মূল্য ৪০ রিয়াল থেকে ১৫০ রিয়াল। হারামাইন এক্সপ্রেসে যাত্রার জন্য www.hhr.sa ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে টিকিট বুকিং দিতে পারবেন। প্রতিটি স্টেশন থেকে টিকিট সংগ্রহের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া উমরাযাত্রীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিবহনে বা এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় মদিনা যেতে পারেন।

৮. এবার ফেরার পালা

অনেক উমরাযাত্রী মদিনা থেকে জেদ্দা হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। আবার অনেক যাত্রী মদিনা থেকে সরাসরি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। যদি মদিনা থেকে জেদ্দা হয়ে বাংলাদেশে আসতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রথমে বাসে করে মদিনা থেকে জেদ্দা বিমানবন্দরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশগামী বিমানে চড়তে হবে। এটা খুব লম্বা সফর। মদিনা থেকে সরাসরি বাংলাদেশ হলে কম সময় লাগে।

৯. বাংলাদেশ বিমানবন্দরে

বাংলাদেশে বিমান নামার সাথে সাথে উমরাযাত্রীদের মাঝে বিমান থেকে নামার এক প্রকার অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। সকল প্রকারের তাড়াহুড়া অস্থিরতা ত্যাগ করে ধীরে শান্তভাবে নিয়ম মেনে সারিবদ্ধভাবে বিমান ত্যাগ করুন এবং বিমানবন্দরের যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে বোর্ডিং সম্পন্ন করে বেলেট থেকে মালপত্র বুঝে নিয়ে ট্রলিতে বহন করে স্ক্যান করুন। কর প্রদানযোগ্য কোনো মালপত্র আনলে রাষ্ট্রীয় কর পরিশোধ করুন।

১০. বাসার পথে

বিমানবন্দর থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে মালপত্র নিয়ে নিরাপদে বাসায় ফিরুন। গাড়িতে ওঠার পর দোয়া পড়ুন এবং সম্ভব হলে সফর থেকে বাসায় ফেরার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করুন।

লেখক: আলেম, গবেষক ও সাংবাদিক

উমরার মূল ৪ আমল

মুফতি মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

উমরার প্রধান বা মূল কাজ বা আমল ৪টি। ইহরাম বাঁধা। পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করা। সাফা-মারওয়া সাতবার সাঈ করা এবং মাথার চুল মুগুনো বা ছোট করা। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো—

মূল আমল—১ : ইহরাম বাঁধা

বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কা গেলে আগেই ইহরাম বেঁধে নিন।

✓ ইহরামের সময় উমরার নিয়তে এই দোয়া পড়ুন—
বাংলা উচ্চারণ: ‘আল্লাহুমা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফা-ইয়াসিরছ লি ওয়া তাকাবালছ মিন্নি।’

বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ! আমি উমরার ইচ্ছা করছি; আপনি আমার জন্য তা সহজ করুন এবং কবুল করুন। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) যেভাবে তালবিয়া পড়েছেন, সেভাবে তালবিয়া পড়ুন।

✓ ইহরামের কাপড় পরবেন যেভাবে

ইহরামের কাপড় ২টি। একটি লুঙ্গির মতো করে পরতে হয়। অপরটি উভয় কাঁধ ঢেকে চাদর পরার মতো করে শরীরের ওপরের অংশে পরতে হয়।

সাথে পায়ের পাতার ওপরিভাগ অংশ খোলা থাকে এমন দুই ফিতাবিশিষ্ট চপ্পল/স্যান্ডেল পড়ুন। (দুররুল মুখতার, ২/৬৮৫)

✓ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো এড়িয়ে চলুন
ইহরাম বাঁধার পর থেকে পুরুষ ও নারীর জন্য কিছু কাজ করা হারাম বা নিষিদ্ধ। অভিজ্ঞ আলেম-মুয়াজ্জিদদের কাছে থেকে বিষয়গুলো জানুন এবং মেনে চলুন।

✓ মসজিদে হারামে প্রবেশ করুন

মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ, দরুদ শরিফ ও মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়ে ডান পা দিয়ে পরিপূর্ণ আদবের সঙ্গে প্রবেশ করুন এবং সঙ্গে আনা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে জুতা নিয়ে নিন। তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে কে কোথায় কীভাবে মিলিত হবেন—সে ব্যাপারে পরামর্শ করে সবাইকে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিলে ভালো হয়।

✓ প্রথম কাবা দর্শন

প্রথম কাবা শরিফ দেখে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আবেগ-ভক্তি দিয়ে বিষয়টি অনুভব করুন এবং রবের কাবার কাছে কায়মোনুবাক্যে দোয়া করুন। প্রথমবার কাবা দেখার সময় যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয় বলে অধিকাংশ ফকিহ মতামত দিয়েছেন।

মূল আমল—২ : তাওয়াফ

কাবাঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

✓ ইজতিবা করুন

তাওয়াফের শুরুতে পুরুষরা প্রথমে ইজতিবা করুন।

মানে ডান কাঁধ খালি রেখে চাদরের মাঝের অংশ বগলের নিচ দিয়ে এনে বাম পাশের কাঁধের ওপর ফেলুন। তাওয়াফ শেষে চাদর স্বাভাবিকভাবে রাখুন।

✓ নিয়ত, ইসতিলাম করুন ও তাওয়াফ শুরু করুন

তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন। হাজরে আসওয়াদের ডান পাশে একটি সবুজ বাতি লাগানো রয়েছে; সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করুন। প্রথমে নিয়ত করুন—‘হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য উমরার তাওয়াফ করছি। আমার জন্য তা সহজ করো এবং কবুল করো।’ ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে চুমু খান বা দূরে অবস্থান করে হাত উঁচু করে চুমু খাওয়ার ইশারা করুন এবং বলুন, ‘বিসমিল্লাহি আল্লাছ আকবার।’ (ফাতহুল বারি, ৩/৫৮০) এরপর পবিত্র কাবাঘরকে বামে রেখে ডান দিক ধরে তাওয়াফ শুরু করুন।

✓ রমল করুন

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করুন। মানে ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা। আর বাকি চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটুন।

✓ তাওয়াফ ও দোয়া

তাওয়াফ করতে করতে যখন রুকনে ইয়ামেনিতে (হাজরে আসওয়াদের পর কাবাঘরের তৃতীয় কর্নার) পৌঁছাবেন, তখন সেই কর্নার স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে তাওয়াফ চালিয়ে যান। রুকনে ইয়ামেনি থেকে হাজরে আসওয়াদের কর্নারের দিকে অগ্রসর হতে হতে এ দোয়া পড়ুন—**বাংলা উচ্চারণ:** ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানাটাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাটাও ওয়াকিনা আজাবান নার।’ **বাংলা অর্থ:** হে আমাদের রব! দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা, ২০১) যখনই হাজরে আসওয়াদের কর্নার অতিক্রম করবেন, তখন হাজরে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাছ আকবার’ বলে ইশারায় চুমু খান। এভাবে একই নিয়মে সাতবার তাওয়াফ করুন। প্রতি চক্রে যেকোনো জিকির, কোরআন তেলাওয়াত বা দোয়া করুন। কারণ এ সময় দোয়া কবুল হয়।

✓ তাওয়াফে অজু নষ্ট হয়ে গেলে

তাওয়াফে অজু ভেঙে গেলে যদি তিন বা এর কম চক্রে সমাপ্ত হয়; তবে অজু করে পূর্ণ সাত চক্রে দিন। আর যদি চার বা এর বেশি চক্রে সমাপ্ত হয়, তবে অজু করে এসে বাকি চক্রে দিন। (ফাতহুল বারি, ৩/৫৬৫)

✓ দুই রাকাত নামাজ

তাওয়াফ শেষে যদি মাকরুহ বা হারাম ওয়াস্ত উপস্থিত না হয়; দুই রাকাত নামাজ আদায় করুন। এটা ওয়াজিব। মাকামে ইবরাহিমের কাছাকাছি বা এর পেছনে মসজিদে যেকোনো দূরত্বে এ নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। (বুখারি, ১/২২০) এরপর দোয়া করুন। এটাও

দোয়া কবুলের স্থান।

✓ জমজমের পানি পান করুন

নামাজ শেষে তৃপ্তিসহকারে জমজমের পানি পান করুন। শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন। কাবামুখী হয়ে তিন স্বাসে পান করুন। (ইবনে মাজাহ, ৩০৬১) জমজমের পানি দাঁড়িয়ে বা বসে—উভয় ভাবেই পান করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন। (নাসাঈ, ২৯৬৪) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়; আল্লাহতায়াল তা পূর্ণ করেন।’ (মুসনাদে আহমাদ, ১৪৮৪৯)। কিছু পানি মাথায় ও মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিন।

মূল আমল—৩ : সাফা-মারওয়ায় সাঈ

সাফা-মারওয়ায় সাতবার চক্র দেওয়াকে সাঈ বলে। (মুসলিম, ১২১৮) অনেকে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার সাফায় আসাকে এক চক্র গণনা করেন—এটা ভুল। শুদ্ধ হলো, সাফা থেকে মারওয়া এক চক্র। মারওয়া থেকে সাফা দুই চক্র। এভাবে সাফা থেকে সাঈ শুরু হয়ে সপ্তম চক্রে মারওয়াতে শেষ হবে।

✓ নিয়ত করুন

সাঈ করার নিয়ত করুন—‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সাঈ করছি। আমার জন্য তা সহজ ও কবুল করুন।’

✓ ধারাবাহিকভাবে সাঈ করুন

মসজিদুল হারামের বাবুস সাফা দিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠুন। সাফা পাহাড়ে উঠে পবিত্র কোরআনের **বাংলা উচ্চারণ:** ‘ইয়াস সাফা ওয়ালা মারওয়াতা মিন সায়াই-রিল্লাহ।’ **বাংলা অর্থ:** নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ-তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা বাকারা, ১৫৮) এ আয়াতটি পাঠ করুন এবং বলুন—**বাংলা উচ্চারণ:** ‘আবদায়ু বিমা বাদায়াল্লাছ বিহি।’ **বাংলা অর্থ:** আমি শুরু করছি যেভাবে আল্লাহতায়াল শুরু করেছেন। এরপর কাবা শরিফের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তিনবার ‘বিসমিল্লাহি আল্লাছ আকবার’ বলুন এবং তিনবার এ দোয়াটি পড়ুন—**বাংলা উচ্চারণ:** লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারিকলাহ লাছল মুলকু ওয়ালাছল হামদু ওয়া ছয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ আনজাবা ওয়াদাহ ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহ। **বাংলা অর্থ:** আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব একমাত্র তার এবং তিনিই একমাত্র সব প্রশংসার অধিকারী। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন, তিনি তার বান্দাকে (মুহাম্মাদ) সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। (মুসলিম, ১২১৮) অনেক ফকিহের মতে, এ সময় হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খাওয়া সুন্নত। এরপর দরুদ শরিফ পড়ে হাত তুলে দোয়া করুন। কারণ এটি দোয়া কবুলের স্থান। এবার ডান দিকের রাস্তা দিয়ে মারওয়া পাহাড়ের দিকে স্বাভাবিক গতিতে সাঈর হাটা শুরু করুন। পথিমধ্যে সবুজ বাতির স্থানটুকু পুরুষরা মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করুন এবং এই দোয়াটি পড়ুন—**বাংলা উচ্চারণ:** ‘রব্বিফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আয়াজুল্ল আকরাম।’

বাংলা অর্থ: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি মহাপরাক্রমশালী সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। (মুসাম্মাফে ইবনে আবি শাইবা, ১৫৮০৭) সবুজ বাতির অংশটুকু নারীরা স্বাভাবিকভাবে অতিক্রম করবেন। এরপর মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছালে সাঈর এক চক্রে সমাপ্ত হবে। মারওয়াতে উঠে কাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফায় যেভাবে যেসব দোয়া করেছেন; সেভাবে সেসব দোয়া করুন। এটিও দোয়া কবুলের স্থান। এরপর আবার সাফার দিকে সাঈ শুরু করুন। সাফায় পৌঁছালে সাঈর দ্বিতীয় চক্রে সমাপ্ত হবে। সাফায় উঠে আগের মতো কাবার দিকে ফিরে দোয়া করুন। এভাবে সাত চক্রে সাঈ শেষ করুন এবং প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দোয়া করুন।

✓ সাঈর দোয়া

সাঈকালীন নির্দিষ্ট দোয়া নেই। কোরআন-হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া করা যেতে পারে। মাতৃভাষায়ও দোয়া করা যাবে। কোনো সমস্যা না থাকলে হেঁটে সাঈ করা ওয়াজিব। অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে ছইল চেয়ারে বসে সাঈ করা যেতে পারে। সাঈ শেষ হলে এ দোয়া পড়ুন—**বাংলা উচ্চারণ:** ‘রাব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।’ **বাংলা অর্থ:** হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই সবকিছু শোনেন ও জানেন।

মূল আমল—৪ : মাথা মুগুন বা চুল ছোট করা

পুরুষরা মাথা মুগুন করুন বা চুল ছোট করুন। আর নারীরা মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙুলের এক কর বা এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটুন। এর মাধ্যমে উমরার মূল কাজ বা আমলের পরিসমাপ্তি ঘটল, আলহামদুলিল্লাহ।

ছবি তোলা ও ভিডিও করা থেকে বিরত থাকা জরুরি

আবু ইউসুফ

স্বত্বাধিকারী, আবারিল হজ গ্রুপ

উমরা পালনকারী আল্লাহর মেহমান—এ অনুভূতি নিয়ে সফর করতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, গ্রুপ এড়িয়ে একাকী গেলে উমরার কার্যক্রম ঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না। অনেক সমস্যা পড়তে হয়। এজন্য গ্রুপভিত্তিক যাওয়া উত্তম। সম্প্রতি দেখছি, উমরাকে একশ্রেণির মানুষ ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য-মূলক হজ-উমরা করছে। কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিওকলে কথা বলছেন, লাইভ করছেন, সেলফি তুলছেন—এগুলো ইবাদতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এগুলো করলে তো তাওয়াফের অনুভূতিই আসবে না। আল্লাহপ্রেম জাগবে না; বরং উমরাটা প্রশংসিত হবে। বিজ্ঞ আলোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অধিকাংশ মানুষ না বুকে এগুলো করছেন। এ ফিতনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।



কম টাকায় উমরায় গিয়ে ভালো সার্ভিস পাওয়া মুশকিল। যাওয়ার পর অনেকে আফসোস করেন, ‘আর কিছু বাড়িয়ে দিলে তো ভালো সার্ভিস বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ

ইহরামের কাপড়ের মতো শুভ্র হয়ে দেশে ফিরণ

মাওলানা সেলিম হোসাইন আজাদী

স্বত্বাধিকারী, এম সেতার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল

উমরায় গিয়ে কাবাঘরটা দেখে প্রথমে চোখের পানি ছেড়ে বলা—‘হে আল্লাহ! আগের যে রঙিন জীবনটা পরিবর্তন করতে তোমার ঘরের ছায়ায় শুভ্র হতে এসেছি, বাকি জীবনটা এভাবে শুভ্র হয়ে থাকতে চাই। আগের জীবন বদলে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চাই। তুমি আমাকে সহযোগিতা করো।’ দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা—আমি কেন সেখানে যাচ্ছি? সেখান থেকে কী নিয়ে আসব? আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া আর আল্লাহর বন্ধু হয়ে ফিরে আসার তৃষ্ণা ভেতরে থাকতে হবে। ঘুরে-ফিরে, ঘুমিয়ে কিংবা অলস বসে সময় নষ্ট না করে ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটাতে হবে। মন থেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা। মানুষের পরিবর্তনের জন্য ওই জায়গার চেয়ে উত্তম কোনো জায়গা পৃথিবীতে নেই। সেখান থেকে যদি কেউ পরিবর্তন হয়ে না আসতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই।



ফেরার সময় আল্লাহর কাছে বলা, ‘হে প্রতিপালক! চিরদিন তোমার ঘরে আসতে চাই। **বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ**

মধ্যস্থত্বভোগীর লোভনীয় অফার এড়িয়ে চলুন

কারী মাওলানা শাহাদাৎ হোসাইন

স্বত্বাধিকারী, সামস্ মির্জা ট্রাভেলস

উমরাযাত্রীর প্রথম করণীয় হলো, মধ্যস্থত্বভোগীর মাধ্যমে উমরায় না গিয়ে এজেসি মালিকের মাধ্যমে যাওয়া। মধ্যস্থত্বভোগীর মাধ্যমে উমরায় গেলে সেবা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় এবং প্রতারণা হতে হয়। কোন বিমানে যাবেন, মক্কা-মদিনায় মসজিদুল হারাম-ইনের কতটুকু কাছাকাছি বা দূরে এবং কেমন হোটেলে থাকবেন, কি কি দর্শনীয় স্থান দেখবেন—এসবসহ উমরার সুবিধা-অসুবিধাগুলো এজেসি মালিকের কাছ থেকে আগেই বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে হবে।



মনে রাখতে হবে, উমরা মানেই কষ্ট করা। এর মানে এজেসি মালিক কিংবা গাইডের কাছ থেকে কষ্ট পাওয়া নয়। প্রতারণিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেই সেটা বর্জন করতে হবে। উমরা যাত্রীদের ধৈর্য থাকতে হবে। কারণ ধৈর্য ছাড়া সফর সুন্দর হয় না। রাগ বর্জন করতে হবে। ছাড় দেওয়ার মানসিকতা লালন করতে হবে। মনে-প্রাণে থাকবে শুধু উমরার কার্যক্রম। আল্লাহর কাছে যাওয়ার তাড়া। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্য পাওয়ার **বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ**



১. ইহরাম



২. তাওয়াফ

৪. হলাক/কসর

চার
আমল

৩. সাঈ



৩. সাঈ



৩. সাঈ



রায়হানুর রহমান

উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর যেসব কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সেগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

ক. পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ

✓মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না। (বুখারি, ১২৬৫) কান, ঘাড় ও পা ঢাকা যাবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন হলে ফেসমাস্ক পরা যাবে। (মানাসিক, ১২৩) ✓সেলাই করা পোশাক পরা যাবে না। (বুখারি, ১৫৪৩; মুসলিম, ১১৭৭) পাঞ্জাবি, জুকা, শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি, পায়জামা, আন্ডারওয়্যার ইত্যাদি পরা যাবে না। তবে ঘড়ি, বেল্ট ও সাথে থাকা ব্যাগ ইত্যাদিতে সেলাই থাকলে সমস্যা নেই। (ইবনে আবি শাইবা, ১৫৬৯৯)

✓পায়ের পাতার ওপরের অংশ ঢেকে যায় এমন জুতা পরা নিষেধ। (বুখারি, ১৫৪২)

✓চুল-দাড়ি আঁচড়ানো ও চুলে সিঁথি করা নিষেধ।

খ. নারীর জন্য নিষিদ্ধ

✓চেহারায় কাপড় লাগানো নিষেধ। (বুখারি, ১৮৩৮) তবে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। (মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, ৪১৮)

✓মেহেদি, লিপস্টিকসহ বিভিন্ন সাজ-সজ্জার প্রসাধনী হ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা নিষেধ।

✓চুল তেল দেওয়া ও সিঁথি করা নিষেধ।



ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

তবে চুল বেঁধে রাখতে পারবেন। আর চুল না আঁচড়ানোর কারণে যদি খুব বেশি অস্বস্তি লাগে কিংবা চুলে জট লেগে যায়, তাহলে সাজসজ্জার নিয়ত ছাড়া প্রয়োজনমতো চুল আঁচড়ানো যাবে।

✓যদি মাসিক শ্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর শ্রাব অবস্থায় ইহরাম করেন তাহলে তার জন্য শুধু তাওয়াফ করা, নামাজ আদায়, কোরআন তেলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। এছাড়া তিনি উমরার অন্যসব কাজ করতে পারবেন।

গ. পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ

✓বাগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ।

✓সাজসজ্জা গ্রহণ করা নিষেধ। (তিরমিজি, ২৯৯৮) এমনকি চুলে তেল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

✓শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। (মুসলিম, ১১৭৭) এমনকি সুগন্ধি তেলও ব্যবহার করা যাবে না।

✓সুগন্ধি সাবান, পাউডার, ক্রিম, পারফিউম ব্যবহার

নিষিদ্ধ। এমনকি সুগন্ধি জর্দাও খাওয়া যাবে না।

✓হাত বা পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন বা ছোট করা যাবে না। (মানাসিকুল হাজ ওয়াল উমরা, ৪৪)

✓পশু-পাখি শিকার করা, কোনো শিকারে সহযোগিতা করা নিষেধ। তবে গবাদি পশু জবাই করা যাবে। (সুরা মায়েরা, ৯৫-৯৬; মুসলিম, ১১৯৬)

✓বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করা নিষেধ।

(মুসলিম, ১৪০৯)

✓সহবাস করা, কামভাব সৃষ্টি হয় এমন কথা ও কাজ করা নিষেধ। কামোত্তেজনা সহ স্বামী স্ত্রীর চুদন, স্পর্শও নিষেধ। (সুরা বাকারা, ১৯৭)

✓কাপড় বা শরীরের উকুন মারা নিষেধ। (ইবনে আবি শাইবা, ১৫৮৭৬)

লেখক: প্রকাশক, তানযিম কুতুবখানা চেয়ারম্যান, হাজী আলতাফ ওয়েল মিল

ভুল-ত্রুটি হলে কী করবেন?

উমরা গাইড ডেস্ক

উমরা আদায়ে তিন ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। ক. ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলা। খ. উমরার ফরজ-ওয়াজিব আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া। গ. হারাম শরিফের মর্যাদা পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হওয়া। উপরোক্ত ভুলগুলোর কোনোটির প্রতিকারে দম ওয়াজিব হয়, আর কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে শুধু সদকা করলেই যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ সব ভুলের প্রতিকারের বিধান একরকম নয়। উমরা আদায়ে কারও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে তিনি কোনো বিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে অবশ্যই মাসয়ালা জেনে নেবেন এবং সে মোতাবেক আমল করবেন।



নারী-পুরুষের ইহরামের পার্থক্য

আফরোজা আক্তার

✓পুরুষেরা ইহরামের পর তালবিয়া উচ্চকরে পাঠ করবেন আর নারীরা আস্তে পড়বেন। (তিরমিজি, ৯২৭)

✓ইহরামের জন্য পুরুষদের আলাদা পোশাক আছে, নারীরা যেকোনো রঙের স্বাভাবিক চিলেচালা পোশাক পরবেন। তাদের ইহরামের জন্য ভিন্ন পোশাক নেই।

✓পুরুষেরা বিশেষ চপ্পল পরবেন আর নারীরা জুতা-মোজাও পরতে পারবেন। (ইবনে আবি শায়বা, ১৪৪১৯)

✓পুরুষের জন্য ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষেধ। আর নারীরা মাথা ঢেকে রাখবেন এবং মুখমণ্ডলে কাপড় লাগাবেন না। তবে ইহরাম অবস্থায়ও নারীদের চেহারার পর্দা জরুরি হওয়ার বিষয়টি হজরত আয়েশা (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবির বক্তব্য ও আমল দ্বারা প্রমাণিত। (ফাতহুল বারি, ৩/৪০৬)

এক বর্ণনায় আয়েশা (রা.) বলেন, 'বিদায় হজের সময় আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। লোকেরা যখন আমাদের পাশ দিয়ে যেত, তখন আমরা আমাদের চাদর মাথা থেকে চেহারার ওপর ঝুলিয়ে দিতাম। আর চলে যাওয়ার পর তা সরিয়ে ফেলতাম।' (আবু দাউদ, ১৮৩৩)

লেখক: গবেষক

চির বহমান জমজমের ঝরনাধারা

তামীম হুসাইন শাওন

আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন জমজম কূপ। প্রায় চার হাজার বছর আগে এক শিশুর পায়ের আঘাতে এ কূপের সৃষ্টি হয়েছে। শিশুটি ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর ছেলে ইসমাইল (আ.)। এটি সৃষ্টির পর থেকে আজও বহমান। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান এ পানি পানে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। আজও এ পানি ঘিরে মুসলমানদের আত্মহের শেষ নেই। এর পানি কখনও শুকায়নি। গুণ, রং, স্বাদ বদলায়নি।

কূপের ইতিহাস

তখন ইবরাহিম (আ.)-এর নবুয়াতকাল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রী হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইলকে ধু ধু মরুভূমির এক উপত্যকায় নির্বাসনে দিয়ে এলেন। যেখানে কোনো মানুষ, খাদ্য, পানি ছিল না। ছিল না পশু-পাখি। ধু ধু সাহারায় মা-ছেলে একাকী। খাবার ও পানি যা ছিল, তা ফুরিয়ে গেল একসময়। এদিকে হাজেরার বুকে দুধ নেই, পিপাসার্ত শিশু ইসমাইল। ছেলের করুণ অবস্থা দেখে দিশেহারা মা। এক ফোঁটা পানির তীব্র আশায় মা হাজেরা এদিক-সেদিক চুটতে লাগলেন। একবার সাফায়, আবার মারওয়ায়।

এভাবে সাতবার দৌড়ালেন। প্রতিবারই পাহাড়ের মরীচিকা পানির নহর মনে হয় তার কাছে। নিরুপায় মা চূড়ান্ত হতাশায় লক্ষ করলেন, পুত্রের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলছে পানির ফোয়ারা—আবে জমজম। পানির ফোয়ারার সঙ্গে মায়ের চোখে বয়ে চলে আনন্দাশ্রু। হাজেরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ছেলেকে কোলে নিয়ে পানি পান করলেন, নিজেও পান করলেন। হাজেরা (আ.) জমজমের নালায় খেজুরের বীজ বুনে দিলেন। অল্প দিনেই খেজুর বৃক্ষ মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে গেল। দলবেঁধে পাখি এল। জুরহম গোত্র এল। স্থায়ী বসবাস শুরু করল। গড়ে উঠল মক্কা নগরী। বেড়ে উঠল মক্কা নগরী। পৌত্তলিক যুগে জুরহম গোত্র মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় কূপটি মাটি দ্বারা ভরাট করে দিয়ে যায়। এভাবেই সাড়ে চারশ বছর পেরিয়ে যায়। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে জমজমের খোঁজ পান। ছেলে হারেসকে সঙ্গে নিয়ে কূপ খনন করেন। পুনরায় চালু হয় জমজমের ঝরনাধারা। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৪৫)



কূপের ফজিলত

ইবনে আক্বাস (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'জমজম ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও রোগ থেকে মুক্তি।' (মাজমাউজ জাওয়য়েদ, ৫৭১২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এটা বরকতময় পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য।' (মুসলিম, ২৪৭৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জমজমের পানি যে যেই নিয়তে পান করবে, তার সেই নিয়ত পূরণ হবে।' (মুসনাদে আহমদ, ১৪৮৪৯)

পানি পানের নিয়ম

১. কিবলামুখী হয়ে পান করা। ২. তিন স্বাসে পান করা। ৩. প্রত্যেকবার 'বিসমিল্লাহ' পড়া। ৪. প্রতি স্বাসের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। ৫. ডান হাতে পান করা। ৬. পেট ভরে পরিতৃপ্ত হয়ে বেশি বেশি পান করা। ৭. পান করার সময় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের দোয়া করা—**বাংলা উচ্চারণ:** 'আল্লাহুমা ইম্মি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া, ওয়া রিজকান ওয়াসিয়া, ওয়া শিফয়াম মিন কুল্লি দায়িন।'

বাংলা অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কল্যাণকর জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক এবং যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করছি। (দারা কুতনি, ৪৬৬)

লেখক: ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজওয়াল হজ এজেন্সি, আফতাবনগর

উমরার ব্যবসাকে ইবাদত মনে করতে হবে

মাওলানা হুমায়ূন কবীর

স্বাধিকারী, মিজাবে রহমত এডিটরশাল



উমরার খেদমত করাকে আমি ইবাদত মনে করি। দুই যুগের অধিক সময়ের অভিজ্ঞতায় দেখছি, মানুষ তার

জীবনের স্বচ্ছ ও পবিত্র রোজগার দিয়ে উমরা আদায় করতে চায়। সব মুসলিমের আজীবন লালিত স্বপ্ন থাকে জীবনে অন্তত একবার উমরা করার। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা জিয়ারতের। এটা মুসলমানের আবেগের জায়গা, ভালোবাসার জায়গা। সুতরাং উমরার কাজে সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্টদের উচিত, মানুষের ইবাদতের এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া। তাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করা। বাংলাদেশে এখন প্রায় দেড় হাজারের অধিক হজ-উমরা এজেন্সি রয়েছে। সবাই ভালো কাজ করছেন বা করার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, ব্যবসার সঙ্গে এটাকে ইবাদত মনে করলে—এ কাজে ভরপুর বরকত আসবে। দেখা যায়, অনেক উমরাকারী ছোট ছোট বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করে থাকেন। মনে রাখা দরকার, উমরা সফরের বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান বাংলাদেশি এজেন্সির আওতার বাইরে থাকে। সেটা নির্ভর করে সৌদি সরকারের ট্রান্সপোর্ট অথবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের হাতে। সুতরাং যে বিষয় এজেন্সির নাগাল অথবা সীমানার বাইরে থাকে, সে বিষয়ে এজেন্সিকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। আর এজেন্সির উচিত, মক্কা-মদিনায় সেবা সম্পর্কিত সব বিষয়ে উমরাত্রীকে পরিপূর্ণ অবহিত করা; সব ব্যাপারে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা নিয়ে উমরা পালনে যাত্রা করাও উমরাকারীর দায়িত্ব।

জাম্নাতুল বাকির মাটি হোক শেষ বিছানা

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ কাসেমি
খতিব, ইন্টারন্যাশনাল সেন্ট্রাল জামে মসজিদ,
রূপনগর, পল্লবী, মিরপুর



পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের সফর একজন মুমিনের জন্য সবসময় আরাধ্য। আল্লাহতায়ালার উমরা-হজকে আর্থিক এবং

শারীরিক ইবাদত হিসেবে মুমিনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মক্কা পৃথিবীর ওই স্থান, যেখানে বায়তুল্লাহ অবস্থিত। এটা সেই মক্কা যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানের বেশ কিছু জায়গায় দোয়া কবুলের ব্যাপারে হাদিসে প্রতিশ্রুতি এসেছে। উমরাকারীরা মক্কা-মদিনার প্রত্যেকটা মুহূর্তকে বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ

জীবনে জাম্নাতের সুবাস মেখে দেয় উমরা

মাওলানা গাজী সানাউল্লাহ রাহমানী
খতিব, হাজী মফিজুর রহমান ট্রাস্ট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর



প্রতিটি মুমিনের অন্তরের সুগন্ধ বাসনা— জীবনের কোনো একটি দিন কালো গিলাফে ঢাকা কাবার সামনে সে হাজির

হবে। তার গায়ে থাকবে সাদা ইহরামের পোশাক। চোখ দুটি পুলকিত হবে কাবা জিয়ারতে। অন্তর জ্যোতির্ময় হবে কাবার ভাব-অনুভবে। আর হৃদয় আলোকিত হবে কাবার তাপে-উত্তাপে। পাখি যেমন নীলাকাশে ঘুরে বেড়ায়; মুমিনের ইহরাম পরা হৃদয়টাও ঘুরে বেড়াবে মাতাফের চারধারে, হারামের চত্বরে। জীবনের সব আবেগ নিয়ে, মনের সব আকুতি নিয়ে, হৃদয়ের সব ব্যথা নিয়ে সে হাত তুলবে আরশে আজিমের দরবারে। সে হাত তুলবে কাবার প্রভুর সকাশে। বিনীত হয়ে, আকুল হয়ে সে দাঁড়াবে কাবার সামনে আর তার বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৩-এ

প্রশান্তির মসজিদে নববি

ফজলে রাকি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা জিয়ারত: মসজিদে নববিতে বাবুস সালাম গেট দিয়ে প্রবেশ করলে রওজা মোবারক। এ সময় মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়ুন। দুই রাকাত মসজিদে প্রবেশের নামাজ পড়ুন। কাউকে কষ্ট না দিয়ে রওজা মোবারকের দিকে অত্যন্ত ভাবগভীরের সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন এবং বেশি বেশি দরুদ পড়ুন। রওজা মোবারকের মধ্যে সর্বপ্রথম বড় ছিদ্রটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কবরকে বোঝায়। পরের ছিদ্র দুটি যথাক্রমে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর কবরকে নির্দেশ করে। রওজা শরিফের সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় ও আদবের সঙ্গে দরুদ ও সালাম পেশ করুন। এরপর সামান্য জানে সরে এসে দ্বিতীয় ছিদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আবু বকর (রা.)-কে সালাম জানান। তারপর ডান দিকে দুই ফুটের মতো এগিয়ে তৃতীয় ছিদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে উমর (রা.)-কে সালাম

জানান।

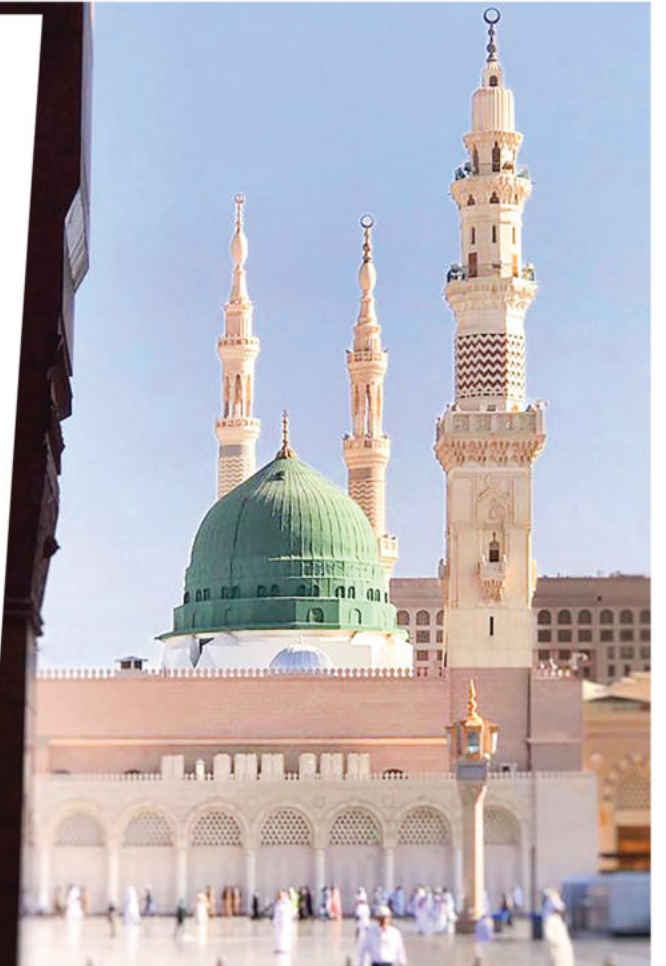
রওজা শরিফের আদব:
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময়



বেষ্টনীর ভেতরে দেখার চেষ্ঠা বা উকি দেওয়া অনুচিত। ছবি তোলা বা ভিডিও করা থেকে বিরত থাকুন। উচ্চস্বরে কথা বলা এবং শোরগোল করা নিষেধ।
মসজিদে নববির পবিত্র স্থান:
রওজা মোবারক। রিয়াজুল জাম্মাহ। জাম্নাতুল বাকি। বাবুস সালাম। বাবে জিবরাইল। মিম্বরে নববি। সবুজ গম্বুজ। আসহাবে সুফফা।

দোয়া কবুলের স্থান: রিয়াজুল জাম্মাহ, উস্তওয়ানা হাম্মানা, উস্তওয়ানা সারির, উস্তওয়ানা উফুদ, উস্তওয়ানা আয়েশা, উস্তওয়ানা আবু লুবাবা, উস্তওয়ানা জিবরাইল, মিম্বাবে নববি ও জাম্নাতুল বাকি।
নুসুক অ্যাপে রিয়াজুল জাম্মাহ রেজিস্ট্রেশন: হজ বা উমরার সফরে প্রায় সবাই রিয়াজুল জাম্মাতে দুই রাকাত নামাজ পড়তে চান। তাদের অবশ্যই নুসুক অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করে সময় নিতে হবে। মুয়াল্লিমকে তাগাদা দিয়ে সময় বুকিং করে নিন। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। সময়মতো লাইন ধরে ভেতরে প্রবেশ করুন। দুই-চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে দোয়া করুন। নুসুক অ্যাপটি অ্যাপল ও অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে সহজলভ্য।

লেখক: শিক্ষার্থী
মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়



সোনার মদিনা, আমার প্রাণের মদিনা

মুফতি সানী হাসান কাসেমি

মদিনা 'হারাম' বা অতি মর্যাদাবান স্থান হিসেবে স্বীকৃত। মহান আল্লাহ মদিনাকে পবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। (মুসলিম, ১৩৮৫)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) অন্য কোনো কিছুর জন্য সফর করা যাবে না— ১. মসজিদুল হারাম, ২. আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি) এবং ৩. মসজিদুল আকসা।' (বুখারি, ১৮৬৪) রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর মদিনায় বরকতের দোয়া করেন। (মুসলিম, ১৩৭৩)
ইসলাম বিকাশ ও পূর্ণতা পেয়েছে পবিত্র মদিনায়। শেষ যুগে পুনরায় মদিনার দিকেই ঈমান ফিরে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অবশ্যই ঈমান মদিনাতে প্রত্যাবর্তিত হবে,

যেমন সাপ প্রত্যাবর্তিত হয় তার গর্তে।' (সহিছুল জামে, ১৫৮৯) আরেক হাদিসে আছে, 'মদিনা তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত। যে আগ্রহ হারিয়ে মদিনা ত্যাগ করবে, আল্লাহতায়ালার তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে মদিনাতে নিয়ে আসবেন। আর যে প্রতিকূলতা ও কষ্ট সহ্য করে মদিনাতে অবস্থান করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব।' (মুসলিম, ১৩৬৩) মদিনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মদিনার প্রবেশপথে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তাতে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি, ৭১৩৩)

মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব অনুধাবন করা। মদিনায় অবস্থানকালে যথাসাধ্য ফরজ ও সুমাহর বিধানসমূহ পালনে সচেষ্ট থাকা।

গুনাহ থেকে দূরে থাকা। মসজিদে নববিতে ফরজ নামাজের বাইরেও বেশি বেশি নফল নামাজ আদায়ের চেষ্ঠা করা। মদিনায় যথাসম্ভব ভালো কথা, কাজ ও কর্মে আদর্শ ও সুন্দর নমুনা রাখার চেষ্ঠা করা। মদিনার কোনো গাছ কাটা অথবা কোনো প্রাণীকে হত্যা বা শিকার না করা। মদিনায় অবস্থানকাল কোনো বিপদ, মসিবত ও কষ্ট এলে যথাসাধ্য ধৈর্যধারণ করা। মদিনাতে অবস্থানকালে ইলম অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

মসজিদে নববিতে নামাজ আদায় করুন। এখানে এক রাকাতে এক হাজার রাকাতের সওয়াব হয়। নামাজ ছাড়া অন্য সময়ও মসজিদে নববিতে হাজির থেকে ইবাদত ও তেলাওয়াতে সময় কাটাতে পারেন। দিনে

যতবার সম্ভব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কবরে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করুন। ইতিকারফের নিয়তে মসজিদে নববিতে অবস্থান করুন। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করুন। অথবা দ্রুত সময়ে শিখে নিন। বিকালের মজলিসগুলোতে বসুন। হাদিস, সিরাত ও শামায়েল পাঠে সময় ব্যয় করুন। মদিনায় অথবা সময় নষ্ট করবেন না। ঘুমিয়ে কিংবা আড্ডায় সুন্দর মুহূর্তগুলো ব্যয় করবেন না।

মসজিদে নববি থেকে প্রায় ৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে মসজিদে কুবা অবস্থিত। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় গিয়ে সর্বপ্রথম এ মসজিদ নির্মাণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কুবায় আসতেন। এখানে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। (মুসলিম, ১৩৯৯) তাই মদিনা সফরে এ মসজিদে দু রাকাত নামাজ আদায় করুন।

লেখক: হজ ও উমরা মুয়াল্লিম, মদিনা

লাক্বাইক, আল্লাহুম্মা লাক্বাইক লাক্বাইক লা-শারীকা লাকা লাক্বাইক
ইন্নাল হামদা, ওয়াল্লি মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা-শারীকা লাকা

২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ ইং সালের

হজ্জ বুকিং চলছে

সাথে ওমরাহ বুকিং চলছে



স্বত্বাধিকারী
আলহাজ্জ মাওলানা কারী
মো: শাহাদাৎ হোসাইন



আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত হজ্জ এজেন্ট

সামস্ মির্জা ট্রাভেলস্

(ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সৌদি দূতাবাস কর্তৃক অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সী)

হজ্জ লাইসেন্স নং-০২০৩

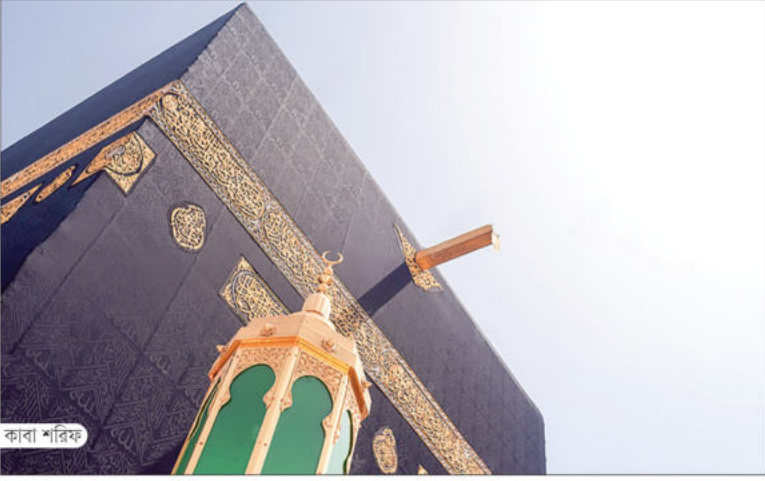
অফিস

প্লট নং-৫৬৯, হোল্ডিং নং-৯৫১/১, ব্লক-সি, খিলগাঁও (গভ: হাই স্কুলের উত্তর গেইট সংলগ্ন) নিচ তলা
ঢাকা-১২২৯। ফোন: ০২-৪৭২১০৫৬৫, মোবাইল: ০১৫৫২-৪৩২২৪৭, ০১৭৬৬-৬২২২৭৭

e-mail: shamsmirza_t@yahoo.com

হজ্জ প্যাকেজ

- A (স্থায়ী/ফিতরা বাসস্থান)
- B (স্থায়ী/ফিতরা বাসস্থান)
- C (স্থায়ী/ফিতরা বাসস্থান)
- VIP
- ফাইভ স্টার হোটেল
- ফোর স্টার হোটেল
- থ্রি স্টার হোটেল
- (আলোচনা সাপেক্ষে)



কাবা শরিফ



আরাফা



হেরা গুহা



মক্কা লাইব্রেরি



মসজিদে আয়েশা

মক্কার দর্শনীয় স্থান

মাহমুদুল হাসান

কাবা শরিফ: কাবাবার আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর প্রথম ঘর। এ ঘরকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। হজ-উমরার মূল আকর্ষণ এ ঘর। সর্বপ্রথম ফেরেশতা কর্তৃক এ ঘর নির্মাণ হয়ে আদম (আ.), ইবরাহিম (আ.) ও রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ঘরের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

সাফা-মারওয়া পাহাড়: কাবাবার থেকে পূর্ব দিকে দুটি উঁচু পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে কাবাবার দিকে তাকালে বামের পাহাড়টি সাফা পাহাড় আর ডানের পাহাড়টি মারওয়া পাহাড়।

মাকামে ইবরাহিম: কাবাবার নির্মাণের সময় উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেয়াল তৈরির প্রয়োজন দেখা দিলে ইসমাইল (আ.) একটি পাথর আনেন। এ পাথরে দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ.) দেয়াল নির্মাণ করেন। এটি কাবাবারের পাশে আছে।

আরাফা ময়দান: মক্কা থেকে ১৮ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত আরাফার বিস্তীর্ণ ময়দান। এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় হাজার মূল কার্যক্রম। পৃথিবীতে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর পুনর্মিলনের স্থান এটি।

হাতিমে কাবা: কাবাবারের পাশে ধনুকের মতো জায়গাটি হাতিমে কাবা। এ জায়গাটুকু কাবাবারের অংশ ছিল। কুরাইশরা অর্থ সংকটের কারণে এ জায়গাটুকু বাদ দিয়ে কাবাবার পুনর্নির্মাণ করেছিল।

হাজরে আসওয়াদ: কাবাবার কোণে লাগানো জামাতি পাথরের নাম 'আল হাজরুল আসওয়াদ'। বাংলায় বলা হয় কালো পাথর। তাওয়াক্কুলের সময় এই পাথরকে স্পর্শ করা ও চুমো দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে হাদিসে।

মুজদালিফা: ৯ জিলহজ রাতে মুজদালিফায় অবস্থান করা হাজীদের জন্য আবশ্যিক। এখানেই তারা এক আজান ও দুই ইকামতে সেদিনের মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করেন। এখান থেকেই কুড়িয়ে নেন প্রায় ৭০টি কঙ্কর।

জমজম কূপ: শিশু ইসমাইল (আ.)-এর পায়ের আঘাতে তৈরি হওয়া পানির ফস্তুধারা ধীরে ধীরে জমজম কূপে রূপান্তরিত হয়। এ কূপ কাবাবারের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

মসজিদে নামিরা: আরাফা ময়দানের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত মসজিদে নামিরা। রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ পালনের সময় এ মসজিদে নামাজের ইমামতি করেন।

মিনা প্রান্তর: মক্কা থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরের খোলা ময়দান হলো মিনা প্রান্তর। এখানে অবস্থানের মাধ্যমে হাজার কার্যক্রম শুরু হয়। এখানেই ইবরাহিম (আ.) তার প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে (আ.) কোরবানির উদ্দেশ্যে মাটিতে শোয়ায়ে দিয়েছিলেন।

জাবালে সাওর: কাবা শরিফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক পাহাড় জাবালে সাওর। মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) এখানে তিন দিন, তিন রাত কাটিয়েছেন।

জাবালে রহমত: আরাফার ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত জাবালে রহমত। এখানে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরাফা দিবসের শেষ প্রহর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মোনাজাতে নিমগ্ন সময় কাটিয়েছেন।

মসজিদে খায়েফ: মসজিদে খায়েফ মিনায় অবস্থিত। এ মসজিদে ৭০ জন নবি নামাজ পড়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজের সফরে এখানে নামাজ আদায় করেন।



মক্কা গেট

জাবালে নুর: এ পাহাড় কাবাবারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা রয়েছে। এই গুহাতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়। এ গুহাকে বলা হয় গারে হেরা বা হেরা গুহা।

মসজিদে জিন: ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে জিনদের একটি প্রতিনিধি দল এ জায়গায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ এবং কোরআনের তালিম গ্রহণ করেন।

জামাতুল মোয়াল্লা: জামাতুল মোয়াল্লা মক্কার ঐতিহাসিক ও প্রাচীন একটি কবরস্থান। এর অবস্থান মসজিদুল হারামের পূর্ব দিকে।

মক্কা জাদুঘর: মক্কার প্রাচীন চিত্র ও অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম মক্কা জাদুঘর। হারাম শরিফ থেকে অল্প দূরে আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা 'রাবেতায় আলমে ইসলামি'র কেন্দ্রীয় অফিসের বিপরীতে এই জাদুঘরটি অবস্থিত।

জামারাত: মিনায় অবস্থিত জামারাত হিসেবে পরিচিত তিনটি পাথরের স্তম্ভ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট, হজের সময় এখানে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

মুলতাজাম: হাজরে আসওয়াদ ও কাবাবার দরজার মাঝখানের অংশটি মুলতাজাম। কেউ

কেউ বলেন, খানায় কাবাবার পূর্বপাশের সম্পূর্ণ দেয়ালটিই মুলতাজাম। এটি দোয়া কবুলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

মক্কা লাইব্রেরি: সাফা-মারওয়া পাহাড়ের সাইদার স্থান থেকে পূর্ব দিকে গেলে হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটিই মক্কা লাইব্রেরি। অনেকেই মনে করেন, এ বাড়ির ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করেছেন রাসুলুল্লাহ (সা.)।

মসজিদে আয়েশা বা তানিম: আয়েশা (রা.) এখান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। পরে সেখানে একটি বিশাল মসজিদ গড়ে ওঠে।

আবু কুবাইস পাহাড়: সাফা পাহাড়ের পূর্বপাশে অবস্থিত আবু কুবাইস পাহাড়। সুনানে তাবরানির এক বর্ণনা অনুসারে, জামাত থেকে হাজরে আসওয়াদ পাথর এনে ৪০ বছর আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপর রাখা হয়েছিল।

পুণ্যভূমি তায়েফ: মক্কা নগরী থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে তায়েফ। ঐতিহাসিক যুগের সাক্ষী তায়েফের প্রাচীন দুর্গগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

লেখক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমটিখাটিন ইম্পোলাই লিমিটেড



তায়েফ

উমরা শেষে মক্কায় বাকি দিনগুলো

উমরা করছেন—অথচ কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করে, তার জন্য দম ওয়াজিব হয়ে যায়। এসব মাসয়ালার জন্য খুবই দরকার। নিজের লাগেজ চিহ্নিত করে না আনলে সৌদি বিমানবন্দরে অসুবিধায় পড়তে হয়। লাগেজে নিজের বা মুয়াল্লিমের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে দেওয়া ভালো। হোটেল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন এলাকায় উঠছেন, কি মানের হোটেল উঠছেন—তা জানার পাশাপাশি হোটেল ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতিও জেনে নেওয়া উচিত।

সৌদি সরকার চিকিৎসা দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে হাসপাতাল সাজিয়ে রেখেছেন। শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে। কোনো গাফিলতি করা যাবে না। মক্কায় পরিচিত কেউ দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবেন। কিন্তু দেশে ফেরার পথে অনেক পরিচিতরা

উমরাযাত্রীদের স্বর্ণ দিয়ে দেন। চক্ষুলাজায় আপনি কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু পরে বড় সমস্যা হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। হারামের আদব রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী থাকা আবশ্যিক। পাশাপাশি সবসময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। বিশেষত হারাম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছু করা যাবে না। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জায়গা হলো মসজিদুল হারাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ কোনো কাজের সুযোগ থাকলে, নিজেকে বিলিয়ে দিন। এ কাজে মনে তৃপ্তি আসে। পানি এগিয়ে দিন, রাস্তা সহজ করে দিন অথবা খাবার বিলি করুন। অতিরিক্ত ভিড় হয়, এসব এলাকা থেকে দূরে থাকা উচিত। মুয়াল্লিমের পরামর্শ মেনে সফর করলে সফর সহজ হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের আচার-আচরণ বাংলাদেশকে বহিঃবিশ্বে তুলে ধরবে। সুতরাং আমার আচরণ যেন দেশের বদনাম ডেকে না আনে।

জান্নাতুল বাকির মাটি

কাজে লাগাবেন। এক বিন্দু সময় নষ্ট করবেন না। তাওয়াফ, সাঈ শেষ করার পর প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া হারামে অবস্থান করবেন। পৃথিবীর একমাত্র মসজিদ—মসজিদুল হারাম, যে মসজিদে আল্লাহ তাওয়্যেফের মতো ইবাদত রেখেছেন। এজন্য উমরাকারী হালাল হওয়ার পর বেশি বেশি নিজেকে তাওয়াফে নিয়োজিত রাখা উচিত। মক্কায় উমরার কাজ শেষে মদিনায় মসজিদে নববি ঘুরে আসবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজাতে দরুদ ও সালাম পৌঁছাবেন। মৃত্যু সবারই আসবে। তাই ভালো মৃত্যু, সুন্দর মৃত্যু, ভালো জায়গায় যেন তার মৃত্যু হয়—সেটা আল্লাহর কাছে চেয়ে মঞ্জুর করিয়ে আসবেন। মদিনা এমন জায়গা—যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) শুয়ে আছেন। আল্লাহর বাড়ির গিলাফ ধরে আর রওজার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যেন সেয়া করে আসতে পারি, ঈমানের সৌভাগ্যের সাথে আমাদের মৃত্যু যেন নসিব হয়। জান্নাতুল বাকির মাটি যেন আমাদের শেষ বিছানা হয়।

জীবনে জান্নাতের সুবাস

ঠোঁট কেঁপে উচ্চারিত হবে ‘লাক্বাইক আল্লাহুমা লাক্বাইক।’ সে যাবে সাফা-মারওয়ায়। সাঈ সময় হাজেরার (আ.) হৃদয়ের যে তড়প ও অস্থিরতা ছিল, কান্না ছিল—সে অনুভবে দৌঁড়াবে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়। সবুজ বাতির নিচে একটু জোরে দৌঁড়াবে আর বলবে, ‘রকিবগফির অরহাম ওয়া আনতা আয়াজ্জুল আকরাম।’ তাওয়াফ-সাঈ আর হলক শেষ হলে কি উমরা শেষ? উমরার মূল আমল শেষ কিন্তু আবেগ শেষ নয়। মক্কা-মদিনার স্থাপনাগুলোয় কত স্মৃতি, কত ইতিহাস, কত নূর, কত ভাব, কত আবেগ, কত কান্না, আরও কত কি...। এরই নাম উমরা। জিয়ারতে বায়তুল্লাহ। উমরা শেষ হয় কিন্তু স্বপ্ন শেষ হয় না, ইহরামের কাপড় খোলা হয় কিন্তু ইহরামের শুভ্রতা হৃদয়ে থেকে যায়।

ছবি তোলা ও ভিডিও

পেতাম।’ এটা আগেই চিন্তা করতে হবে। কম টাকার প্যাকেজ বেছে নেওয়ার পর এজেন্সি, গ্রুপ লিডার এবং হাজিরা বিপদে পড়েন।

গ্রহণযোগ্য এজেন্সি নির্বাচন করুন

সঙ্গে পরিপূর্ণ চুক্তি করে নেওয়া উচিত, যেন সেখানে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়। অন্যথায় ইবাদতে চরম বিঘ্ন ঘটবে। সফরও তিক্ত হবে। সুতরাং উমরা সফরের আগে এ বিষয়ে সতর্কভাবে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

সারা বিশ্ব থেকে একাকী উমরা পালনে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে। তবে একাকী উমরা সফরের ফলাফল খুব ভালো নয়। যারা হজ-উমরা সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত নয় এবং উমরার

ইহরামের কাপড়ের মতো

বারবার আসতে চাই।’ বিদায় নিয়ে যখন আসবেন তখন যেন মুখের সব ভাষা চোখের অশ্রু হয়ে ধরে। কাবাঘরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তন্ময় চিন্তে তাকিয়ে বলা, ‘এই শান্তির জায়গা থেকে আমি কিভাবে যাবো!’

মধ্যস্থত্বভোগীর লোভনীয়

বাসনা। সৌদি সরকার ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ আলেম বা অভিজ্ঞ মুয়াল্লিমগণ অভিজ্ঞ গাইডসহ গ্রুপের সঙ্গে উমরা পালনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মধ্যস্থত্বভোগী এড়িয়ে চলুন। কম টাকার লোভনীয় ধোঁকায় পড়ে উমরার সফর নষ্ট করবেন না।

পরিবর্তিত ও ভালো মানুষ

ফলে ইবাদতের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে মূল উমরা পালন শেষে অলস সময় কাটান, ফলে মূল চেতনা বিফল হয়। প্রতি বছর যত মুসলমান উমরায় যান, এরা পরিবর্তিত মানুষ, ভালো মানুষ হয়ে ফিরে এলে সমাজ পরিবর্তন হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই।

বিধিবিধান ও মাসয়ালার-মাসয়ালার সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান রাখেন না, তাদের জন্য কোনোভাবেই একাকী হজ-উমরায় যাওয়া সমীচীন নয়। কেউ একাকী উমরা পালনে গেলে ইবাদত-আমলে বিঘ্নতা ঘটবে। অর্থনৈতিক অপচয়ও হবে। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সব বিষয় বিবেচনায় রেখে একাকী উমরা পালনে না গিয়ে দলবদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়া উচিত।

দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ

উপভোগ করেন। বাংলাদেশ থেকে সারা বছর অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান উমরা পালনে যান। তাদের উদ্দেশ্যে আমার আহ্বান থাকবে, ভালো-সং এজেন্সি নির্বাচন করুন, অভিজ্ঞ পরহেজগার মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করুন। সব ধরনের চটকদার প্রচারণা এড়িয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে উমরা পালন করুন। বাংলাদেশ, সৌদি আরব এবং ট্রানজিট যাত্রাকালে প্রত্যেক দেশের বিমানবন্দরের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন এবং বিমান কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলুন। মক্কা ও মদিনায় অবস্থানকালে অথবা জেদ্দা, রিয়াদ বা তায়েফে ভ্রমণকালে সৌদি আরবের আইনকানুন মেনে চলুন। আইনপরিপন্থি কেনাকাটা ও জিনিসপত্র বহনে জড়িত হয়ে পবিত্র সফরের পবিত্রতাকে নষ্ট করবেন না। মনে রাখতে হবে, আপনি যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাচ্ছেন বা অবস্থান করছেন, তখন আপনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে অবস্থান করছেন। সুতরাং পবিত্র সফরের দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থাকুন। এজেন্সি মালিক ও মুয়াল্লিমদের উদ্দেশ্যে আমার আহ্বান, অনেক অশিক্ষিত, কৃষক ও অল্পবয়স্ক উমরা পালনে যান। তারা অনেক কিছুই বোঝেন না বা জানেন না। উমরা সফরের সব বিধান-পদ্ধতি এবং বিমানসহ সার্বিক সফরের সব নিয়মকানুন ভালোভাবে জানিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উমরা সফরের যাত্রা শুরু করানোর ব্যবস্থা করুন।

উভয়পক্ষ মিলেমিশে চলুন

মানের ওপর নির্ভরশীল। টিকিট দুই ধরনের—বিজনেস এবং ইকোনমি। দুইটার খরচ দুই রকম। দিন বা সপ্তাহ তথা সময়ভেদে দামও কম-বেশি হয়। উমরার ভিসা সংগ্রহ সহজ। এটার চার্জ মোটামুটি নির্ধারিত। মক্কা-মদিনায় থাকা নিয়ে অনেক-উমরাযাত্রী বিভ্রান্ত হন। মসজিদে হারামাইনের কাছে-দূরে অবস্থানের কারণে হোটেলের খরচের পরিমাণ কম-বেশি হয়। খারাপ হোটেল কাছে হলেও দাম বেশি। আবার ভালো হোটেল দূরে হলেও দাম কম। মক্কায় হোটেল ফাইভ স্টার হওয়া মুখ্য নয়, মুখ্য হলো হারামের কাছে বা দূরে থাকা। মক্কায় যেহেতু অনেক মানুষের সমাগম হয়, সেজন্য হোটেলের রুম ছোট হয় এবং বেশি সিট থাকে—যেটা অন্য অনেক দেশের সঙ্গে মেলালে চলবে না। মদিনায় হোটেলের ব্যাপারটি দুই ধরনের—মসজিদে নববির আশপাশের হোটেল এবং এর বাইরে সাধারণ হোটেল। সেন্ট্রালে ভাড়া বেশি, বাইরে কম। মক্কা-মদিনার হোটেলের এক রুমে চার-পাঁচ বা ছয় বেড থাকে। কেউ বেশি খরচ করলে একাও এক রুমে থাকতে পারবেন। খাবার নিয়ে অনেকের অভিযোগ থাকে। সাধারণত উমরার সময়ের খাবার অনেকের পছন্দ হবে না। কারণ মাছ-মাংস দীর্ঘদিন ফ্রিজিং করে রাখার ফলে স্বাদ অটুট থাকে না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—উমরাযাত্রীরা সৌদিতে পৌঁছার পর সৌদি কোম্পানির তত্ত্বাবধানে চলে যান। বিমানবন্দর থেকে যে গাড়িতে করে হোটেলের দিকে যান, গাড়িগুলো সৌদি কর্তৃপক্ষের। বাংলাদেশের এজেন্সি বা আমাদের রাষ্ট্রেরও নয়। সুতরাং গাড়ি সময়মতো না এলে বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। এটা সারা বিশ্বের উমরাযাত্রীদের বেলায় একই। সর্বোপরি আল্লাহর ঘরের মেহমানদের মনে রাখতে হবে—এটা ধর্মীয় ভ্রমণ, কিছুটা কষ্ট হতেই। কষ্ট সহ্য করার মতো মানসিকতা নিয়েই এ যাত্রা করতে হবে। তবে উমরাযাত্রী হিসেবে যতটুকু অধিকার রয়েছে, সেটা বুঝে নিতে হবে। উমরাযাত্রী ও এজেন্সি মালিক উভয়পক্ষ মিলেমিশে পথ চললে কোনো সমস্যা থাকবে না।

মবার আগে কাবার পথে হজ্জ ও উমরাহ বুকিং চলছে

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদিত | আপনি কি হজ্জে যেতে চান?

হজ্জ লাইসেন্স নং-৮৪১ | আজই প্রাক-নিবন্ধন করুন

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন | 017 11 01 28 42 • 017 11 44 48 77

ইকরা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্

২২৮-২৩১ | রোজ ভিউ শপিং কমপ্লেক্স | ২য় তলা | শাহজালাল উপশহর | সিলেট

EXIM এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক

BANK অব বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথিকৃত এক্সিম ব্যাংকের শরীয়াহ ব্যাংকিং জগতে আপনাকে স্বাগতম

আপনাদের সেবায় আমাদের অনন্য দুটি সঞ্চয়ী সেবা

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প

আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান না হলে হজ্জ পালন আবশ্যকীয় নয়। তথাপিও মুসলিম মাত্রই জীবনে একবার হলেও হজ্জ পালনের আকাঙ্ক্ষা লালন করে থাকে। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সহজতর করতে এক্সিম ব্যাংক নিয়ে এলো মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প।

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকুফ আমানত হিসাব

আপনার সঞ্চিত সম্পদ থেকে অর্জিত আয় আত্ম মানবতার সহায়তা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংক নিয়ে এলো মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকুফ আমানত হিসাব।

কলসেন্টার

16246

+ 880964016246

www.eximbankbd.com



মসজিদে নববি



ওহদ প্রান্তর



মসজিদে কুবা



ওয়াদিয়ে জিন

মদিনার দর্শনীয় স্থান

জুনায়েদ হাবিব

মসজিদে নববি: সৌদি আরবের মদিনা নবির (সা.) শহর। মদিনার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে 'মসজিদে নববি'। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্মাণ করেন। এখানে রওজায়ে আতহারসহ রয়েছে বাবে জিবরাইল, সবুজ গম্বুজ, আসহাবে সুফফা, দৃষ্টিনন্দন মিম্বার ও রিয়াজুল জামাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা: মসজিদে নববিতে আয়েশা (রা.)-এর ছজরায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারক অবস্থিত। মসজিদে নববির বাবুস সালাম গেট দিয়ে প্রবেশ করলে রওজা মোবারক। রওজার সামনে সোনালি ত্রিলের বেটনী রয়েছে।

জামাতুল বাকি: মদিনায় অবস্থিত ঐতিহাসিক কবরস্থান জামাতুল বাকি। এটি মসজিদে নববির পূর্ব দিকে অবস্থিত।

মসজিদে কুবা: মসজিদে নববি থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে মসজিদে কুবা অবস্থিত। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় গিয়ে সর্বপ্রথম এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

মসজিদে কিবলাতাইন: মসজিদ আল কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ মদিনায় অবস্থিত। নামাজ চলাকালে আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই মসজিদে কিবলা পরিবর্তন করেছিলেন।

ওহদ পাহাড় ও প্রান্তর: মসজিদে নববির প্রায় পাঁচ কি.মি. উত্তরে ওহদ পাহাড় অবস্থিত। ঐতিহাসিক এ পাহাড়ের পাদদেশে ওহদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ পাহাড়ের কাছেই শুহাদায়ে ওহদ আরাম করছেন।

মসজিদে জুমার: মসজিদে কুবা থেকে ৯০০ মিটার উত্তরে এবং মসজিদে নববির ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মসজিদে জুমার অবস্থান। মদিনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম এই স্থানে জুমার নামাজ আদায় করেন।

মসজিদে জিরার: মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য মদিনার মুনাফিকরা মসজিদে কুবার কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। ইতিহাসে মসজিদটি 'মসজিদে জিরার' নামে পরিচিত।

মসজিদে গামামা: মসজিদে নববির ৫০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মসজিদটি অবস্থিত। রাসূল (সা.) ও তার সাহাবিরা এই স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। বৃষ্টির নামাজও পড়েছিলেন।

মসজিদে আবু বকর: এটি মসজিদে গামামার কাছে অবস্থিত। আবু বকর (রা.)-এর সম্মানে



মদিনা গেট

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর শাসনামলে এটি নির্মাণ করা হয়।

মসজিদে আলী: এটি মসজিদে আবু বকরের কাছে অবস্থিত। আলী (রা.)-এর স্মরণে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর সময়ে এটি নির্মিত হয়।

মসজিদে বিলাল: বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)-এর স্মরণে নির্মিত এই মসজিদ। মসজিদে নববির কাছে খানিকটা দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত।

খন্দকের যুদ্ধক্ষেত্র: পঞ্চম হিজরিতে আরবের সম্মিলিত মুশরিক বাহিনীর আক্রমণের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে মদিনার প্রতিরক্ষায় মদিনার উত্তর সীমান্তের উন্মুক্ত স্থানে খন্দক খনন করেন। বর্তমানে খন্দকের কোনো চিহ্ন না থাকলেও এখানে খন্দক যুদ্ধের স্মৃতিস্বরূপ সাতটি মসজিদ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে।

ওয়াদিয়ে জিন: মদিনা থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি ঢালু উপত্যকা। মূলত কিছু অতিলৌকিক কারণে এই স্থানটি ভ্রমণার্থীদের কাছে পরিচিতি পেয়েছে।

বিরে শিফা: মদিনার একটি দূষিত ও বিষাক্ত পানির কূপ ছিল বিরে শিফা। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে থুথু নিক্ষেপ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে এর পানি সুপেয় হয়ে যায়।

বিরে উসমান: মদিনার অন্যতম সুপেয় পানির উৎস ছিল বিরে উসমান। শুরুতে এই কূপটি মদিনার এক ইহুদীর মালিকানাধীন ছিল। পরে উসমান (রা.) এটি কিনে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এখানে উমরাযাত্রীরা ভিড় করেন।

বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স: মদিনা শহরের আবু সড়কে বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স। এখানে প্রতিবছর লাখে কপি কোরআন ছাপা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অর্থ ও তাফসির মুদ্রণ, ডিভিডি, সিডি, ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়। এখানে রয়েছে কোরআন গবেষণা কেন্দ্র ও পাঠাগার। প্রতি বছর লাখ লাখ কপি কোরআন ছাপা হয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিতরণ করা হয়।

বদর প্রান্তর: মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে বদর প্রান্তরের অবস্থান। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে অবিধ্বাসী বাহিনীর সঙ্গে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর শত্রু বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার। এতে মুসলমানরা বিজয়ী হয়।

বিরে গারস: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী এই কূপের পানি দিয়ে ইস্তিকালের পরে গোসল দেওয়া হয়।

সানিয়াতুল ওয়াদা: রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় প্রবেশের সময় এখানে অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্থানটি মসজিদে কুবার পাশে অবস্থিত।

জাবালে বারকান: কিয়ামতের আলামত হিসেবে এই পাহাড়ের ভেতর থেকে আগুন বের হবে। কুখ্যাত ইহুদি কাব বিন আশরাফের আবাসস্থল এটি।

কোরআন মিউজিয়াম: মসজিদে নববির দক্ষিণ পাশের ৫ নম্বর গেট সংলগ্ন ৩ এবং ৪ নম্বর কার পার্কিংয়ের পেছনে কোরআন জাদুঘরের অবস্থান।

লেখক: প্রধান নির্বাহী, আওয়ার ক্যানভাস

প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া

উমরা গাইড ডেস্ক

মসজিদুল হারামে প্রবেশের দোয়া—
বাংলা উচ্চারণ: 'বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহুমাগফিরলি জুনুবি, ওয়াফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।'
বাংলা অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি। দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জন্য রহমতের

দরজা খুলে দিন।
কাবা শরিফ দেখে এ দোয়া পড়ুন—
বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুমা জিদ হাজাল বাইতা তাজিমান ওয়া তাশরিফান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান; ওয়া জিদ মান শাররাফাছ, ওয়া কাররামাছ মিন্মান হাজ্জাছ আওয়িতামারাছ তাশরিফান ওয়া তাকরিমান ওয়া তাজিমান; আল্লাহুমা আংতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, হাইয়িনা রাক্বানা বিসসালাম।'
বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এ ঘরের

মর্যাদা ও মহিমা এবং সম্মান ও সমীহ বৃদ্ধি করে দাও। যারা হজ করে, উমরা করে এবং এই ঘরকে মর্যাদা ও সম্মান করে তাদেরও ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও সওয়াব বাড়িয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই তো সালাম; শান্তি তো তোমারই পক্ষ থেকে বর্ষিত। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সুখ ও শান্তিতে জীবিত রাখুন।
হাজরে আসওয়াদে চুমোর দোয়া—
বাংলা উচ্চারণ: 'বিসমিল্লাহি আল্লাছ আক্ববার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাছ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি।'
বাংলা অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তিনি ছাড়া কোনো উপাসক নেই। দরুদ ও সালাম তাঁর

রাসুলের ওপর।
জমজমের পানি পান করার আগে বা পরে এই দোয়া পড়া উত্তম—
বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুমা ইম্নি আসআলুক ইলমান নাফিয়া, ওয়া রিজকান ওয়াসিয়া, ওয়া শিফায়াম মিন কুল্লি দায়িন।'
বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, হালাল রিজিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।
মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের দোয়া—
বাংলা উচ্চারণ: 'রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিন ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ওয়া জায়িল্লি মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসিরা।'
বাংলা অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাকে

প্রবেশ করুন সতরাপে, বের করুন সতরাপে এবং দান করুন আমাকে আপনার কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।'
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজায় সালাত-সালাম পেশ করুন—
বাংলা উচ্চারণ: 'আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।'
বাংলা অর্থ: আপনার ওপর দরুদ ও সালাম হে আল্লাহর রাসূল।
সহজে পাঠযোগ্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ দরুদ শরিফ—
বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া সালাম।'
বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

১০ নির্দেশনা

কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাই অনেক আলোমের মতে নফল উমরার চেয়ে নফল তাওয়াফ অধিক উত্তম। এজন্য এভাবে নফল উমরা না করে তাওয়াফ বেশি করা কাম্য। মক্কা থাকাবস্থায় ইচ্ছা করলে নফল উমরাও করতে পারেন। উমরার নিয়ত নিজেই করবেন, নিজেই পালন করবেন। তবে বলবেন, 'হে আল্লাহ! এই উমরাটি আপনি কবুল করুন। এর সওয়াব আমার পিতাকে দান করুন।' স্বাস্থ্য ভালো থাকলে একাধিক উমরা করতে পারেন। এর জন্য মিকাতের বাইরে যেতে হবে। মক্কার নিকটবর্তী মিকাত হলো মসজিদে আয়েশা। জেদ্দা, মদিনা ও তায়েফের দিকে গেলেও মিকাত আছে। নফল উমরা করে জীবিত বা মৃত আত্মীয়স্বজনের জন্য ও ব্যক্তি সমাজ ও দেশের জন্য দুআ করা কর্তব্য।

আমলে ভিন্নতা দেখে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই: মক্কা-মদিনায় নামাজ, উমরা প্রভৃতি আমলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভিন্নতা দেখতে

পাবেন। এতে বিচলিত কিংবা বিভ্রান্ত হবেন না। এ নিয়ে কারও সাথে বিতর্কেও জড়ানো যাবে না। এসব ক্ষেত্রে দেশের যে আলোমের ইলম ও তাকওয়ার প্রতি আপনার আস্থা রয়েছে, তার কাছ থেকে সমাধান জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করুন। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে হানাফি মাজহাব অনুসরণে যে আমল করা হয়ে থাকে, তার সপক্ষেও কোরআন-সুন্নাহর মজবুত দলিল রয়েছে। এমনিভাবে হানাফি মাজহাবসহ স্বীকৃত চারটি মাজহাবের কোনোটিই কোরআন-সুন্নাহ থেকে ভিন্ন কোনো বিষয় নয়। মক্কা-মদিনায় হজ ও উমরা করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চার মাজহাবের লোকজন আসেন। তাদের সবাইই নামাজের আলাদা পদ্ধতি রয়েছে; তা দেখে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ও জানাজার নামাজে পদ্ধতিগত যে দুই/চারটি ভিন্নতা চোখে পড়ে, তাও সুন্নাহসম্মত এবং তারও মূল ভিত্তি সুন্নাহ। এজন্য সেখানে

কোনো ভিন্ন পদ্ধতি দেখে নিজ দেশের আলোমদের প্রতি অনাস্থা নিয়ে ফিরবেন না। এছাড়া মাতাফে নামাজের ব্যক্তির সামনে দিয়ে সকলের জন্য অতিক্রম করা জায়েজ। আর মসজিদুল হারামেও প্রয়োজনে নামাজের সামনে দিয়ে তাওয়াফকারীদের চলাচল করা জায়েজ। (ইবনে হিব্বান, ৬/১২৮)

জুমার নামাজ: হাফলি মাজহাবের এক মত অনুসারে, জাওয়ালের (জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া) আগেই জুমার ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যা এ কারণেই হারামাইন শরিফে জাওয়ালের বেশ আগেই জুমার প্রথম আজান হয়ে যায়। আবার জোহরের ওয়াক্ত শুরু হবার পরপরই জুমার দ্বিতীয় আজান দিয়ে সন্ধ্যা শুরু হয়ে যায়। ফলে ওয়াক্ত হওয়ার পর জুমার সুন্নত আদায়ের সুযোগ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা—ক. হারামাইন শরিফে জুমার প্রথম আজানের পর আপনি তাহিয়াতুল মসজিদসহ বিভিন্ন নফল নামাজ পড়তে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন মাকরুহ ওয়াক্তে (জাওয়ালের

সময়) নামাজ পড়া না হয়। খ. আর জুমার পূর্ববর্তী সুন্নত ফরজের পর আদায় করে নেবেন। (কিফায়াতুল মুগতাজি, ৪/২৪৮)

জানাজার নামাজ: মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববিত্তে প্রায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর জানাজা নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে। আপনিও জানাজার নামাজে শরিক হবেন। সেখানে ইমাম সাহেব শুধু একদিকে সালাম ফিরিয়ে জানাজা শেষ করে থাকেন। জানাজার নামাজে দুদিকে সালাম ফেরানো কিংবা একদিকে সালাম ফেরানো—দুটিই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেহেতু উভয় আমলই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, অতএব আপনি দুই দিকে সালাম ফিরাতে পারেন। ইমামের অনুসরণে একদিকে সালাম ফিরিয়েও জানাজা শেষ করতে পারেন। (ফায়জুল বারি, ১/৪৫৭)

এবার দেশে ফেরার পালা: উমরা শেষ হলে দেশে ফেরার আগে চারটি কাজ করুন। প্রথমত, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করুন। দ্বিতীয়ত, উমরার আমলগুলো কবুলের

জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তৃতীয়ত, হারামাইনে জাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে হওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। চতুর্থত, হারামাইনের সংস্পর্শে এসে যে নেক আমলের অভ্যাস তৈরি হয়েছে, তা ধরে রাখার সংকল্প ও চেষ্টা করুন। ব্যাগ-লাগেজে প্রয়োজনীয় মালপত্র গুছিয়ে নিন এবং সময়মতো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান।

উমরা থেকে ফিরে: সফর থেকে ফিরে এসে উমরার শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই এ বরকতময় সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং তা গোটা জীবনের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে। এ প্রত্যাবর্তন সাধারণ কোনো সফর থেকে নয়; বরং আল্লাহর ঘর জিয়ারত করে ফিরে আসা। এ সম্মান রক্ষার্থে জিয়ারতকারীর ওপর আরোপিত হয়ে গিয়েছে দায়িত্ব-কর্তব্য।

লেখক: মুহতামিম (প্রশাসন)
জামিয়া ইকরা বাংলাদেশ, রামপুরা

১০ সতর্কতা

স্বস্তির টেকুর তুলে ঘোরাফেরা ও কেনাকাটা শুরু করেন এবং এমনিটা করতে গিয়ে দলবদ্ধতা ত্যাগ করেন। অনেক সময় অনেক যাত্রী হারিয়েও যান।

হোটেল: উমরাকারীদের হোটেল ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ বাথরুমের হাইকমড ব্যবহার জানেন না। গরম ও ঠান্ডা পানি আসার ট্যাপ ব্যবহারেও ভুল করেন। দরজা লক কিংবা খোলার ব্যাপারেও অনেকে অনভিজ্ঞ। এ ব্যাপারগুলো ভালোভাবে জেনে নিন।

খাবার: কোম্পানি বা এজেন্সির মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করলে তেমন চিন্তা থাকে না। খাবার সমস্যা হলে তাদের অবহিত করুন। মক্কা-মদিনায় বাংলাদেশি খাবারের হোটেল রয়েছে, সেখানেও খেতে পারেন। খাবারের স্বাদের ব্যাপারে অনেকের অভিযোগ থাকে; এক্ষেত্রে তেমন কিছু করার নেই। কারণ মাছ-মাংস অনেকদিন ফ্রিজিং করে রাখায় প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। যাত্রাপথে হ্যান্ডব্যাগে শুকনা খাবার বা খেজুর রাখুন।

কেনাকাটা: আতর, সুরমা, তাসবিহ, জায়নামাজ, বিভিন্ন ধরনের বোরকা ও পাঞ্জাবি এগুলো মক্কা-মদিনার হোটেলের আশপাশেই পাওয়া যায়। বড় আকারে শপিং করলে পাইকারি মার্কেটগুলোতে যেতে পারেন। আপনি কতটুকু পরিমাণ বা কত কেজি মালামাল বিমানে আনতে পারবেন সেই হিসেব মাথায় রেখে কেনাকাটা করুন।


স্বর্ণ: স্বর্ণ বেশি নিতে চাইলে প্রথমে দেখতে হবে কোথায় সস্তা পাওয়া যায়। দরদাম করে বুঝে শুনে স্বর্ণ কিনুন। অবশ্যই স্বর্ণ জরুর করার মানি রসিদ সংরক্ষণ করুন এবং বিমানবন্দরে প্রদর্শন করে অতিরিক্ত হলে কর প্রদান করুন। পরিচিত অনেক মানুষ স্বর্ণের বার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তা এড়িয়ে চলুন।

জমজমের পানিতে: দেশে ফেরার সময় উমরায়াত্রীরা শুধু পাঁচ লিটার জমজমের পানির বোতল সঙ্গে নিতে পারবেন। লাগেজের ভেতর পানির বোতল নিতে পারবেন না। জমজমের পানির বোতল বিমানবন্দর থেকে জরুর করুন এবং বিমানের নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিন।

হাজরে আসওয়াদ চুম্বনে: আপনার চুম্বন বা স্পর্শের চেষ্টার ফলে যেন অন্য কোনো মুমিন বাস্তার ক্ষতি না হয়। ধাক্কাধাক্কির ফলে কেউ যেন কারও ওপর ছমড়া খেয়ে না পড়ে। নারীরা এ স্থানে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

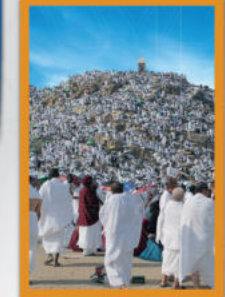
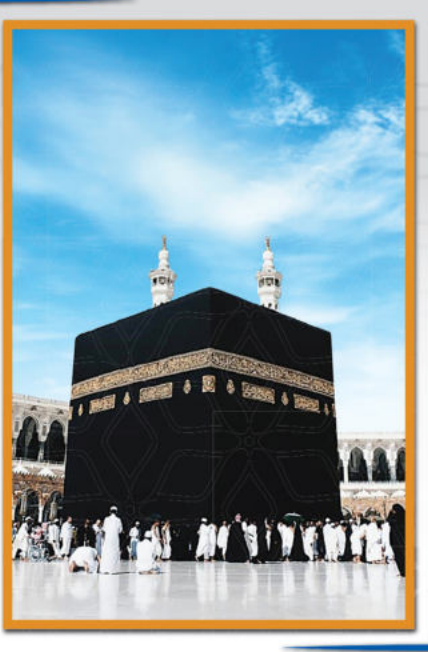

মক্কা-মদিনায় অবস্থানকালে: মক্কা-মদিনায় অবস্থানকালে নিজের পরিচিতি কার্ড, ভিসা ও পাসপোর্টের মূল কপি কিংবা ফটোকপি সব সময় সঙ্গে রাখুন। বিশেষ করে হোটেলের কার্ড সব সময় সাথে রাখবেন। গ্রুপের সঙ্গে আসলে দলবর্ধে চলাফেরা করবেন। একাকী ঘুরতে যাবেন না।

লেখক: পুলিশ কমিশনার
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ



মুদারাবা হজ্জ


আমাত প্রকল্প

হজ্জ কিস্তিতে

হজ্জ হবে স্বস্তিতে

১ থেকে ১০ বছর মেয়াদে ৫,০০০ টাকা থেকে ৪৮,৯৩৫ টাকা হারে মাসিক কিস্তি জমা করে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করুন (প্রাক্কলিত)।



শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



EGYPT TOUR & UMRAH

Organized by
ABABIL HAJJ GROUP, BANGLADESH
Cairo City Tour, Pyramids, Egyptian Museum, Alexandria, Qarun Lake Fayoum.

আবু ইউসুফ, চেয়ারম্যান

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

55/A, Siddique Mainsion 6th Floor, Purana Paltan, Dhaka-1000. Bangladesh.
Phone: +88 02-226638030, 01705-340626, 01832-956974

